ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড
ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫

তারিখ: **১৬** আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / **৩০** জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং: ওয়েলফেয়ার টিএসএল/প্রশা/এনজিও সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম/বিজ্ঞপ্তি-২০২৫.০০.০৬-২৪১ সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড (ব্র্যান্ডিং: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ)- এর নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ প্রকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং স্থানীয় অফিসসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) অংশীদার হিসেবে সহযোগিতা করছে। দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন এবং সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও অংশীদারদের সহযোগিতায় এবং লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।

প্রতিষ্ঠান ও জনস্বার্থে,

নুর মোহাম্মদ সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

প্রথম অধ্যায়
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ, প্রবর্তন ও সংজ্ঞা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

(১) এই নীতিমালাটি **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫** নামে অভিহিত হবে।

(২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অন্য কোনো নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি বা সমজাতীয় দলিলে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকলে, এই নীতিমালার ধারা, উপধারা ও অ-উপধারা যথাসম্ভব প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা ও নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, দেশি-বিদেশি এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্য কার্যকর হবে; যদি না নির্দিষ্ট কোনো আইন বা চুক্তিতে ভিন্ন কিছু নির্ধারিত থাকে।

(৩) এই নীতিমালাটি অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

২। সংজ্ঞা

এই নীতিমালার নির্দিষ্ট কিছু শব্দ বা বিষয়ের সঠিক ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখা বা পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো:

(১) **স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ বলতে বোঝাবে-** সমগ্র বাংলাদেশে স্মার্ট এডুকেশন বিস্তারের লক্ষ্যে 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫' প্রকাশনাকে।

(২) **মন্ত্রণালয় বলতে বোঝাবে-** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়কে।

(৩) **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** এই নীতিমালার আওতাভুক্ত কোম্পানি ও এনজিওসমূহ, যারা যৌথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(৪) **ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড পরিচালনার প্রধান বা মূল পর্ষদ সদস্যদেরকে।

(৫) **ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক গঠিত ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্টকে।

(৬) **কোম্পানি বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড ও এর আওতাভুক্ত যেকোনো নিবন্ধিত কোম্পানিকে।

(৭) **এনজিও সংস্থা বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম এবং ভবিষ্যতে আওতাভুক্ত সকল এনজিও সংস্থাকে, যা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত।

(৮) **প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা সংগঠন বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম ও আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারী ও সহযোগী সংস্থা বা সংগঠনসমূহকে।

(৯) **উন্নয়ন সহযোগী (Development Partner) বলতে বোঝাবে-** যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা, অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা অথবা বিনিয়োগ বহির্ভূত অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রাখে এবং সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

(১০) **রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** ফিনটেক আইসিটি রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড সাবস্ক্রিপশন সার্ভিসেস লিমিটেডকে।

(১১) **ভর্তি ফি বা প্রকল্প, কর্মসূচি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদের নিকট হতে গ্রহণযোগ্য এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি, যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(১২) **স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার ম্যানেজমেন্ট বা ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট অথবা এই 'স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫' এর অধীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাজ বা কার্যাবলি সম্পাদন করার জন্য বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাগণকে।

(১৩) **স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বলতে বোঝাবে-** স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ এর আওতাভুক্ত সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রকে।

(১৪) **দান-অনুদান বলতে বোঝাবে-** যেকোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, দেশি-বিদেশি এনজিও, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ অথবা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ, যা পুনঃপ্রদানের বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে প্রকল্পের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

(১৫) **বিনিয়োগ বলতে বোঝাবে-** প্রকল্প বা উদ্যোগের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক বা সম্পদীয় অংশগ্রহণ, যার মাধ্যমে আয় বা মুনাফা প্রত্যাশিত হয়।

(১৬) **ঋণ বলতে বোঝাবে-** নির্ধারিত চুক্তির ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ, যা নির্ধারিত সময় ও শর্তে ফেরতযোগ্য।

(১৭) **অ্যাপ বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন 'My Welfare App' এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন।

(১৮) **ওয়েবসাইট বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েবসাইটসমূহ, যেমন: welfarebd.org, welfarefamily.org, job.welfarefamily.org এবং welfare.com.bd পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আওতাভুক্ত যেকোনো ওয়েবসাইট।

(১৯) **ওয়েলফেয়ার সফটওয়্যার বলতে বোঝাবে-** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড-এর একক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে আওতাভুক্ত যেকোনো সফটওয়্যার।

(২০) **নিবন্ধন সদস্য সংগ্রহ বলতে বোঝাবে-** My Welfare App, welfarebd.org এবং সংশ্লিষ্ট যেকোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কমিউনিটি-ভিত্তিক সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া।

(২১) **গেজেট বিজ্ঞপ্তি বলতে বোঝাবে-** প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি।

(২২) **ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটি বলতে বোঝাবে-** লক্ষ্যভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অ্যাপ নিবন্ধন সদস্য দ্বারা গঠিত কমিউনিটিকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রস্তাবনা, রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

পৃষ্ঠা ১ থেকে ২০

৩। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম ও ব্র্যান্ডিং পরিচিতি

(১) **প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নাম:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড ও ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ।

(২) **ব্র্যান্ডিং পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত নাম:** ওয়েলফেয়ার, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি, WTSL, WFB-এই নামগুলো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন স্তরে পরিচিতি ও কার্যক্রমে ব্যবহৃত।

৪। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের রূপকল্প

বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করছে। সুশাসন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা, উদ্ভাবনী গবেষণা এবং টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ সম্মিলিতভাবে স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম প্রণয়ন করে কাজ করছে, এর মাধ্যমে আলোকিত, দক্ষ ও নৈতিক মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরের সমস্যার সমাধান, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সমতা নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত চলমান এ উদ্যোগে অসচ্ছল, প্রান্তিক ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা উপকরণ, টিউশন সহায়তা, বৃত্তি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল লাইব্রেরি ও দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে। অভিভাবক সচেতনতা বৃদ্ধি, স্কুলে ভর্তির হার উন্নয়ন ও ঝরে পড়া রোধে কমিউনিটি-ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সবশেষে এর মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৫। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যসমূহ

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ। যথা:

(১) **প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষা বিস্তার:** শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা বাড়াতে ডিজিটাল ক্লাস, অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, স্মার্ট বোর্ড, ই-লাইব্রেরি ও মোবাইল অ্যাপ চালু করা।

(২) **শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ:** গ্রামীণ, প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা, বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া।

(৩) **শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন:** শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষাদান করতে পারেন।

(৪) **ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনদক্ষতা বৃদ্ধি:** শিক্ষা শুধু বইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে যোগাযোগ দক্ষতা, নেতৃত্ব, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(৫) **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন:** স্কুলে ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ, সুরক্ষিত টয়লেট, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব শ্রেণিকক্ষ ও স্মার্ট ডিভাইস সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(৬) **ড্রপআউট রোধ ও পুনঃভর্তির উদ্যোগ:** ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের তালিকা করে কাউন্সেলিং,পুনঃভর্তির সহায়তা এবং পরিবারে সচেতনতা তৈরি।

(৭) **গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে সহায়তা:** শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, মূল্যায়ন এবং শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালায় প্রভাব রাখার প্রয়াস নেওয়া।

(৮) **শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ ও শিক্ষাসামগ্রী প্রদান:** দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, বই, পোশাক ও ডিজিটাল ডিভাইস সরবরাহ করা।

(৯) **উদ্ভাবনী শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন:** STEM (Science, Technology, Engineering, Math) শিক্ষা, কোডিং, রোবটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক কার্যক্রম চালু করা।

(১০) **অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণ:** প্যারেন্টিং ওয়ার্কশপ, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও স্থানীয় নেতৃত্বকে যুক্ত করে শিক্ষা উন্নয়নে কমিউনিটি-বেইজড কার্যক্রম চালানো।

(১১) **স্মার্ট মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা:** শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি, অনুপস্থিতি, ফলাফল ও আচরণ মূল্যায়নে ডেটা-বেইজড ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা।

(১২) **ই-লার্নিং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট:** স্থানীয় ভাষায় অডিও-ভিজ্যুয়াল পাঠ, ই-বুক, অ্যানিমেশন ও গেমভিত্তিক শিক্ষা কনটেন্ট তৈরি ও বিতরণ।

(১৩) **গার্লস-ফোকাসড শিক্ষা উদ্যোগ:** কিশোরী শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আত্ম-উন্নয়ন ও ক্যারিয়ার নিয়ে পৃথক কোর্স চালু এবং মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি।

(১৪) **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিজিটালাইজেশন:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল রেজিস্টার, পেমেন্ট সিস্টেম, অনলাইন ভর্তি, শিক্ষার্থীর ডিজিটাল প্রোফাইল চালু করা।

(১৫) **সহপাঠ কার্যক্রম ও সৃজনশীলতা বিকাশ:** বিতর্ক, কুইজ বা স্ক্র্যাচ কার্ড, রচনা, নাটক, আর্ট এক্সিবিশন, বিজ্ঞান মেলা, বইপড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানো।

(১৬) **পরিবেশবান্ধব শিক্ষা সংযুক্তকরণ:** শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতন করতে স্কুলে বৃক্ষরোপণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রিসাইক্লিং প্রজেক্ট চালু।

(১৭) **শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা:** কাউন্সেলিং, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সেশন ও হেল্পলাইন চালু করা।

(১৮) **স্মার্ট পেশাগত শিক্ষা ও কর্মসংস্থান প্রস্তুতি:** টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং, ফ্রিল্যান্সিং, ক্যারিয়ার গাইডলাইন ও চাকরির প্রস্তুতি বিষয়ক কোর্স চালু করা।

(১৯) **ইনক্লুসিভ (অন্তর্ভুক্তিমূলক) শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা:** প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা সহযোগিতা, টুলস, প্রশিক্ষণ ও সমান সুযোগ তৈরি করা।

(২০) **অভিভাবক শিক্ষা চালু করা:** পিতামাতাদের সচেতন ও শিক্ষানুরাগী করে তোলা যেন তারা সন্তানদের পড়াশোনায় সঠিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা দিতে পারেন।

৬। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ। যথা:

(১) **টেকসই ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলা:** শহর ও গ্রামভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল সরঞ্জাম, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ও ক্লাউডভিত্তিক শিক্ষা নেটওয়ার্ক স্থাপন।

(২) **জনসম্পৃক্ততা ও মাল্টি-স্টেকহোল্ডার সহযোগিতা গড়ে তোলা:** সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার, স্থানীয় প্রশাসন ও প্রযুক্তি সংস্থার মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব তৈরি করে একটি সম্মিলিত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা।

(৩) **শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবনী নীতির অন্তর্ভুক্তি:** স্থানীয় চাহিদা ও বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে নীতি ও কার্যক্রমে উদ্ভাবন ও গবেষণাকে অন্তর্ভুক্ত করা।

(৪) **শিক্ষায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি:** শিক্ষা ব্যয়ে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর অংশগ্রহণ বাড়াতে স্কলারশিপ, মাইক্রো-সহযোগিতা, CSR ফান্ড, দাতা সংস্থা ও কর্পোরেট সেক্টরের আর্থিক সহায়তা সংযুক্ত করা।

(৫) **ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন:** শিক্ষার অগ্রগতি ও সমস্যা চিহ্নিত করতে রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ফলাফলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ নিশ্চিত করা।

(৬) **স্থানীয় প্রেক্ষাপটে কাস্টমাইজড শিক্ষার উন্নয়ন:** একই পদ্ধতি সারাদেশে প্রযোজ্য না হয়ে, এলাকার প্রয়োজন, ভাষা, সংস্কৃতি, টেকনোলজির প্রাপ্যতা অনুসারে শিক্ষা কনটেন্ট ও কার্যক্রম সাজানো।

(৭) **ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনে ধারাবাহিকতা গড়ে তোলা:** শিক্ষার্থীদের কেবল প্রযুক্তি ব্যবহার শেখানো নয়, বরং ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা গড়ে তোলা।

(৮) **শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা চালু করা:** শিক্ষক, প্রশাসক ও অভিভাবকদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে মনস্তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রস্তুতি তৈরি করা।

(৯) **লিঙ্গ সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন:** নারী, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষা চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বিশেষায়িত কৌশল গ্রহণ।

(১০) **নির্ধারিত সময় ও গুণমানের ভিত্তিতে ফলাফল অর্জনের পথনির্দেশ তৈরি:** প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা, কাঙ্ক্ষিত আউটপুট ও মানদণ্ড নির্ধারণ করে 'Performance Indicators' অনুযায়ী অগ্রগতি মাপা।

৭। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর, পরিবেশবান্ধব ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ সাধন। ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মেয়াদে নিম্নোক্ত পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। যথা:

পৃষ্ঠা ২ থেকে ২০

(১) স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা (১-২ বছর):

(ক) **বেসলাইন জরিপ ও চাহিদা নিরূপণ:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ।

(খ) **ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতি:** ই-লেসন, ভিডিও কনটেন্ট, ডিজিটাল পাঠ্যবইসহ মোবাইল-ফ্রেন্ডলি ও অফলাইনে ব্যবহারযোগ্য শিক্ষাসামগ্রী উন্নয়ন।

(গ) **শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মীদের প্রশিক্ষণ:** আইসিটি ও ডিজিটাল শিক্ষাদানের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, স্মার্ট ক্লাস পরিচালনার মডিউলভিত্তিক কর্মশালা এবং ই-লার্নিং টুলসের প্রবর্তন।

(ঘ) **পাইলট প্রকল্প চালু:** নির্বাচিত কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্মার্ট এডুকেশন কার্যক্রম চালু, ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ।

(ঙ) **ইন্টারনেট সংযোগ ও হার্ডওয়্যার সরবরাহ:** ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ট্যাব বা ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, রাউটার এবং বিদ্যুৎ বা সৌর বিদ্যুৎব্যবস্থা স্থাপন। বিশেষ করে দুর্গম ও প্রযুক্তি-অনুপলব্ধ এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

(চ) **শিক্ষার্থীদের মাঝে ডিজিটাল ডিভাইস বিতরণ:** সামর্থ্যভিত্তিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী ট্যাব বা ল্যাপটপ বিতরণ।

(ছ) **স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালু:** অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা যেমন: উপস্থিতি, ফলাফল, শিক্ষক-অভিভাবক যোগাযোগ, এবং প্রশাসনিক তথ্য সংরক্ষণের জন্য সফটওয়্যার চালু ও ব্যবহার।

(২) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা (৩-৫ বছর):

(ক) **স্মার্ট ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা:** প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল বোর্ড, ইন্টারনেট সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ই-লাইব্রেরি এবং ভার্চুয়াল ল্যাব স্থাপন।

(খ) **শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** শিক্ষকদের জন্য রিসোর্স সেন্টার গঠন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং কারিকুলাম হালনাগাদকরণ।

(গ) **শিক্ষার্থীদের জন্য স্মার্ট অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম:** অনলাইন কুইজ, স্ক্র্যাচ কার্ড, টেস্ট এবং স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু, শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণে ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঘ) **অভিভাবক সংযুক্তিকরণ:** মোবাইল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ফলাফল, উপস্থিতি, বার্তা আদান-প্রদান এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান।

(ঙ) **কারিগরি সহায়তা টিম গঠন:** প্রতিটি অঞ্চলে আইটি সাপোর্ট টিম গঠন, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও আপডেট নিশ্চিতকরণ।

(চ) **আইসিটি-ভিত্তিক কারিকুলাম সংস্কার ও অন্তর্ভুক্তি:** স্মার্ট এডুকেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক কারিকুলামে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিষয় সংযোজন ও বাস্তবায়ন।

(ছ) **উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:** শিক্ষকদের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ চালু।

(জ) **ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ও ব্লেন্ডেড লার্নিং সিস্টেম চালু:** পরিকল্পিতভাবে অনলাইন ও অফলাইন শিক্ষার সমন্বয়ে ব্লেন্ডেড লার্নিং কার্যক্রম চালু করা।

(ঝ) **শিক্ষার্থীদের ডেটাবেজ ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা:** শিক্ষার্থীদের তথ্যভান্ডার তৈরি, অগ্রগতি ট্র্যাকিং এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করা।

(ঞ) **অভিভাবক ও কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:** স্কুল পরিচালনা ও শিক্ষার্থীর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

(ট) **নিরাপদ সাইবার লার্নিং পরিবেশ গঠন:** শিক্ষার্থীদের জন্য সুরক্ষিত ডিজিটাল শেখার পরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রযোজ্য নিরাপত্তাবিধি অনুসরণ।

(ঠ) **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক ডিজিটাল উপকরণ:** শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী ডিজিটাল টুলস ও অ্যাক্সেসযোগ্য কনটেন্ট সরবরাহ।

(৩) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (৫-১০ বছর অথবা তদূর্ধ্ব):

(ক) **জাতীয় ডিজিটাল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম গঠন:** সকল শ্রেণি, পাঠ্যসামগ্রী, মূল্যায়ন ও শেখার অগ্রগতি একক প্ল্যাটফর্মে সংযুক্তকরণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও মেশিন লার্নিং (ML) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অগ্রগতির স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষণ ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু।

(খ) **গবেষণা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম:** স্মার্ট এডুকেশন বিষয়ক গবেষণা সহায়তা প্রদান, স্থানীয় ভাষায় উদ্ভাবনী ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি এবং গবেষণাধর্মী ও উদ্ভাবনী চিন্তায় উদ্বুদ্ধকরণ।

(গ) **সার্বজনীন শিক্ষা অ্যাকসেস নিশ্চিতকরণ:** প্রত্যন্ত ও প্রযুক্তি-অনুপলব্ধ এলাকায় উচ্চগতির ইন্টারনেট, সোলার ক্লাসরুম স্থাপন এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ডিজিটাল সহায়ক উপকরণ নিশ্চিতকরণ।

(ঘ) **স্মার্ট শিক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়ন:** স্মার্ট শিক্ষা সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও বাজেট কাঠামো প্রণয়ন, মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সমন্বিত রূপে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

(ঙ) **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন:** UNESCO, UNICEF, ADB প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং আন্তঃদেশীয় স্মার্ট শিক্ষা ফোরামে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

(চ) **পার্সোনালাইজড লার্নিং চালু:** AI ও বিগ ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা অনুযায়ী ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন।

(ছ) **উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার:** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রোবোটিক্স, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (AR), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রয়োগ।

(জ) **স্মার্ট স্কুল মডেল বিস্তার:** সারাদেশে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণসহ 'স্মার্ট স্কুল' মডেল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ।

(ঝ) **আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম তৈরি:** বিশ্বমানের ডিজিটাল শিক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গঠন।

(ঞ) **শিক্ষা নীতিতে স্মার্ট শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণ:** জাতীয় শিক্ষা নীতির অংশ হিসেবে স্মার্ট শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণ করা।

(ট) **গবেষণামূলক প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা:** শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্ভাবন, গবেষণা এবং জ্ঞান বিনিময়ের জন্য ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গঠন।

(ঠ) **শিক্ষা খাতে ডিজিটাল গভর্নেন্স চালু:** শিক্ষার সকল স্তরে নীতিমালা, তথ্য, কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল গভর্নেন্স প্রবর্তন।

৮। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের প্রধান পরিকল্পনাসমূহ

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রধান পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ। যথা:

(১) স্মার্ট এডুকেশন বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করতে সরাসরি সহায়তা করা।

(২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে সরকারকে সহায়তা করা।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক বা কর্মচারী ও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনুদান প্রদান করতে সহায়তা করা।

(৪) দরিদ্র ও হতদরিদ্র শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করতে সহায়তা করা।

(৫) সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করা।

(৬) পাঠ্যপুস্তকের স্ক্রিপ্ট মূল্যায়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠপুস্তক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে, উক্ত কমিটিকে সহায়তা করা।

(৭) সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রমে সহায়তা করা।

(৮) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গভর্নিং বডি পূর্ণ:প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে সহায়তা করা।

(৯) শ্রেণিকক্ষে পাঠদান মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন করতে সরকারকে সহায়তা করা।

(১০) শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদারকরণে সরকারকে সহায়তা করা।

(১১) সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম আধুনিকায়নে সরকারকে সহায়তা করা।

(১২) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বিতরণে সরকারকে সহায়তা করা।

(১৩) শিক্ষকদের সৃজনশীল পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানে সরকারকে সহায়তা করা।

৯। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের প্রধান কার্যক্রম নিম্নরূপ। যথা:

(১) **টেকসই ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলা:** ১) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সোলার-পাওয়ারড কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ২) প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে স্মার্ট বোর্ড বা প্রজেক্টর ইনস্টল, ৩) অফলাইন ই-লার্নিং সেন্টার তৈরি, ৪) ইন্টারনেট সংযোগ ও রাউটার বা মডেম প্রদান ও ৫) আইটি টেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ।

(২) **এডুকেশন সিকিউরিটি, জনসম্পৃক্ততা ও স্টেকহোল্ডার সহযোগিতা গড়ে তোলা:** ১) থানা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন, ২) শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার ও রোডশো আয়োজন, ৩) পরিবার-বিদ্যালয় সম্পর্ক জোরদারে অভিভাবক ওয়ার্কশপ ও ৪) স্থানীয় সরকার ও কর্পোরেট সেক্টরের সাথে সমঝোতা চুক্তি (MoU)।

(৩) **শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবনী নীতির অন্তর্ভুক্তি:** ১) স্থানীয় শিক্ষা সমস্যাভিত্তিক গবেষণা চালানো, ২) শিক্ষকদের উদ্ভাবনী শিক্ষা মডেল প্রণয়নে সহায়তা, ৩) পাইলট প্রকল্প (Pilot Project) চালু ও মূল্যায়ন ও ৪) জাতীয় শিক্ষা নীতিমালায় সুপারিশ প্রদান।

পৃষ্ঠা ৩ থেকে ২০

(৪) **শিক্ষায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি:** ১) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড চালু, ২) CSR ও ডোনার সংস্থা থেকে ফান্ড সংগ্রহ, ৩) মাইক্রো-সহযোগিতার জন্য অভিভাবক গ্রুপ গঠন ও ৪) স্পন্সর এ চাইল্ড ইনিশিয়েটিভ।

(৫) **ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা:** ১) শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, রেজাল্ট ও আচরণ বিষয়ে ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি, ২) Learning Analytics Dashboard চালু করা, ৩) মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট ও ৪) বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার গুণমান মূল্যায়ন টুলস তৈরি।

(৬) **স্থানীয় প্রেক্ষাপটে কাস্টমাইজড শিক্ষা উন্নয়ন:** ১) গ্রামীণ বা অঞ্চলভিত্তিক ভাষায় অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি, ২) অঞ্চলভিত্তিক পাঠ্যসূচি সামঞ্জস্যকরণ ও ৩) স্থানীয় শিক্ষকদের নিয়ে কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট দল গঠন।

(৭) **ডিজিটাল দক্ষতায় ধারাবাহিকতা তৈরি:** ১) শিক্ষার্থীদের জন্য কোডিং বা কম্পিউটার বেসিক কোর্স, ২) শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য আইটি ট্রেনিং, ৩) স্টুডেন্ট ডিজিটাল ক্লাব গঠন ও ৪) অনলাইন হ্যাকাথন ও প্রযুক্তি উৎসব আয়োজন।

(৮) **পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা চালু করা:** ১) স্কুল প্রশাসনের জন্য নেতৃত্ব ও পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, ২) শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় ও রোল মডেল চর্চা ও ৩) মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিমূলক ওয়ার্কশপ।

(৯) **লিঙ্গ সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা:** ১) নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কাউন্সেলিং ও স্যানিটেশন সুবিধা, ২) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক প্রযুক্তি ও ব্রেইল সামগ্রী বিতরণ ও ৩) অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিঙ্গ-সচেতনতা বিষয়ক সেশন।

১০। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ। যথা:

(১) **বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে:** ১) ডিজিটাল রিসার্চ ল্যাব ও ই-লাইব্রেরি গড়ে তোলা, ২) ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সংযোগ তৈরি করে স্কিল বেইজড কোর্স চালু, ৩) গবেষণার জন্য ফান্ডিং ও স্কলারশিপ সুবিধা প্রদান, ৪) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম চালু ও উন্নত অনলাইন কোর্স অফার, ৫) উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও স্টার্টআপ ইনকিউবেশন সাপোর্ট ও ৬) ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক এক্সচেঞ্জ বা ই-সেমিনার।

(২) **কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় পর্যায়ে:** ১) স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন ও মাল্টিমিডিয়া পাঠদান ব্যবস্থা, ২) শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান মেলা, আইটি মেলা, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, ৩) ট্রেইন-দ্য-টিচার প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ, ৪) শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল লার্নিং কোর্স ও ভাষা দক্ষতা কোর্স, ৫) স্টুডেন্ট লিডারশিপ ও লাইফ স্কিল ট্রেনিং ও ৬) ড্রপআউট রোধে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম ও অভিভাবক সভা।

(৩) **প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে:** ১) ইন্টার‍্যাকটিভ ডিজিটাল লার্নিং মডিউল সরবরাহ, ২) শিশুদের জন্য আনন্দঘন ও সৃজনশীল শিক্ষা কার্যক্রম, ৩) স্কুলব্যাগ, ইউনিফর্ম ও খাদ্য সহায়তা, ৪) প্রাথমিক স্তরে সহজ বিজ্ঞান ও প্রাথমিক কোডিং পরিচিতি, ৫) পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে মোবাইল লাইব্রেরি ও বই বিতরণ কর্মসূচি ও ৬) শিশু সুরক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং সেশন।

(৪) **গবেষণা ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন:** ১) গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য রিসার্চ স্কলারশিপ ও প্রশিক্ষণ, ২) ই-জার্নাল বা রিসার্চ পোর্টাল তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ, ৩) থিম ভিত্তিক গবেষণাপত্র প্রতিযোগিতা ও সেমিনার আয়োজন, ৪) উদ্ভাবনী গবেষণার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফান্ডিং সংযোগ ও ৫) গবেষণায় ডেটা বিশ্লেষণ সফটওয়্যার ও টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান।

(৫) **প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:** ১) কারিগরি ও সফট স্কিল ট্রেনিং কোর্স চালু, ২) নারী ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ, ৩) আইটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ইংরেজি ভাষা কোর্স, ৪) সাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ৫) প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরির সংযোগ ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি ও ৬) সার্টিফাইড কোর্স চালুর মাধ্যমে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা তৈরি।

(৬) **অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন:** ১) শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) ও CSR সংযোগ গড়ে তোলা, ৩) মোবাইল লার্নিং ভ্যান চালু করে দুর্গম বা সমতল এলাকায় শিক্ষাপ্রবাহ, ৪) অভিভাবক, সমাজপতি ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও ৫) শিক্ষাবিষয়ক স্থানীয় থিয়েটার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সচেতনতামূলক আয়োজন।

১১। গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ। যথা:

(১) গবেষকদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ:

(ক) **গবেষণা সহযোগিতা:** বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা।

(খ) **গবেষণা অনুদান ও ফেলোশিপ:** স্মার্ট এডুকেশন বিষয়ে গবেষণার জন্য অনুদান ও বৃত্তি প্রদান।

(গ) **ফিল্ড লেভেল ডেটা এক্সেস:** মাঠ পর্যায়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডেটা সরবরাহ।

(ঘ) **প্রযুক্তি পরীক্ষা ও উন্নয়ন সহায়তা:** উদ্ভাবিত প্রযুক্তির পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা প্রদান।

(ঙ) **গবেষণা প্রকাশ ও প্রমোশন:** গবেষণা প্রতিবেদন, জার্নাল ও প্রবন্ধ প্রকাশে কারিগরি সহায়তা।

(চ) **নগদ অর্থ সহায়তা:** গবেষক ও শিক্ষক সহায়তা তহবিলের আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা।

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমূহ:

(ক) **প্রশিক্ষণ ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট:** আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(খ) **স্টার্টআপ ইনকিউবেশন সাপোর্ট:** ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কর্মপরিকল্পনা, মেন্টরিং ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান।

(গ) **প্রযুক্তি হস্তান্তর:** গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সহজভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছানো।

(ঘ) **বিনিয়োগ ও আর্থিক সংযোগ:** শিক্ষা ভিত্তিক অর্থায়ন সংস্থার সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপন।

(ঙ) **বাজার সংযোগ ও ডিজিটাল মার্কেটিং সহায়তা:** শিক্ষাখাতে অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও ব্র্যান্ডিং সহায়তা।

১২। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি

(১) **প্রাথমিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা:** ১) বিদ্যমান অবকাঠামো, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ যাচাই, ২) বিদ্যালয়ভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ, ৩) বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি ও ৪) বাজেট ও সম্পদের প্রাক্কলন।

(২) **প্রযুক্তি অবকাঠামো গঠন:** ১) ইন্টারনেট কানেকশন, ওয়াই-ফাই এবং নেটওয়ার্ক স্থাপন, ২) স্মার্ট বোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি সরবরাহ, ৩) বিদ্যুৎ ও সোলার ব্যাকআপ সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও ৪) স্মার্ট শ্রেণিকক্ষের নকশা ও সাজসজ্জা।

(৩) **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** ১) শিক্ষকদের ICT প্রশিক্ষণ (ব্যবহারিক ও পেডাগোজিক্যাল), ২) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ, ৩) ছাত্র-ছাত্রীদের ডিজিটাল সাক্ষরতা উন্নয়ন ও ৪) কারিগরি সহায়তা দলের গঠন (জেলা বা উপজেলা বা থানা পর্যায়ে)।

(৪) **ডিজিটাল কনটেন্ট উন্নয়ন ও ব্যবহার:** ১) মাল্টিমিডিয়া পাঠ পরিকল্পনা (lesson plan) তৈরি, ২) ভিডিও ক্লাস, অ্যানিমেশন, ইন্টার‍্যাকটিভ কনটেন্ট, ৩) সরকারি ও বেসরকারি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার ও ৪) অনলাইন কুইজ, এসাইনমেন্ট ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু।

(৫) **মনিটরিং, মূল্যায়ন ও পরিমার্জন:** ১) কার্যক্রমের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন, ২) শিক্ষার্থী-শিক্ষক ফিডব্যাক সংগ্রহ, ৩) ডেটা বিশ্লেষণ ও রিপোর্টিং (Dashboard) ও ৪) প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা।

(৬) **সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সম্পৃক্ততা:** ১) বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি (SMC) ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণ, ২) স্থানীয় সরকার, NGO ও প্রাইভেট খাতের সহযোগিতা ও ৩) শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও বাজেট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়।

(৭) **সততা, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ:** ১) শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট, ২) ডেটা সুরক্ষা নীতিমালা ও ৩) অনলাইন আচরণবিধি ও সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ।

১৩। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ হলো:

পৃষ্ঠা ৪ থেকে ২০

(১) **প্রযুক্তিগত বাধা:** ১) আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অপ্রতুল দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, ২) প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সরবরাহ ও মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব ও ৩) ডেটা নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সংক্রান্ত সমস্যা।

(২) **অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা:** ১) স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য উচ্চ প্রাথমিক বিনিয়োগের প্রয়োজন, যা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ, ২) প্রযুক্তি গ্রহণে বিনিয়োগের জন্য ঋণ বা আর্থিক সহায়তার অভাব ও ৩) প্রযুক্তি খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাব।

(৩) **অবকাঠামোগত সমস্যা:** ১) সারা দেশে ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্কের অসম্পূর্ণ ও দুর্বল ব্যবস্থা, ২) বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিয়মিততা ও অপ্রতুলতা এবং ৩) গ্রামীণ অঞ্চলে স্মার্ট ডিভাইস ও যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতার অভাব।

(৪) **সামাজিক ও মনোভাবগত প্রতিবন্ধকতা:** ১) শিক্ষাখাতে উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অনিচ্ছা বা সংশয়, ২) প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি প্রবল আস্থা ও পরিবর্তন গ্রহণের অস্বীকার ও ৩) শিক্ষার অভাবের কারণে প্রযুক্তি ব্যবহার করা কঠিন মনে হওয়া।

(৫) **প্রশাসনিক ও নীতিমালাগত জটিলতা:** ১) স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও আইনগত সমন্বয়ের অভাব, ২) সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও দায়িত্ব বিভাজনে অসুবিধা এবং ৩) প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত মনিটরিং ও মূল্যায়নের অভাব।

(৬) **তথ্য ও জ্ঞান শেয়ারের অভাব:** ১) ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্যের সঠিক ও সময়োপযোগী প্রবাহ না পৌঁছানো এবং ২) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণের অভাব ও সহায়তার অভাব।

তৃতীয় অধ্যায়
পরিচালনা পর্ষদ ও ভূমিকা

১৪। পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors)

(১) সংজ্ঞা ও অবস্থান:

(ক) পরিচালনা পর্ষদ হলো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও তত্ত্বাবধায়ক।

(খ) এই পর্ষদ নীতিমালা প্রণয়ন, কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম অনুমোদন, বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান এবং সামগ্রিক প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

(২) স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদ উল্লিখিত ভূমিকাসমূহ রাখবে। যথা: ১) নীতিনির্ধারণ ও কৌশলগত দিকনির্দেশনা, ২) আর্থিক তদারকি ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার, ৩) নিয়মনীতি ও নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিতকরণ, ৪) তদারকি ও মূল্যায়ন, ৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান, ৬) কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনার ওপর দিকনির্দেশনা, ৭) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও ৮) সম্পর্ক উন্নয়ন ও নেটওয়ার্কিং।

চতুর্থ অধ্যায়
কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ

১৫। কার্যক্রম এলাকা ও পরিধি সম্প্রসারণ

(১) স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় পরিচালিত হবে।

(২) ভবিষ্যতে চাহিদা, প্রাসঙ্গিকতা এবং বাস্তবতাভিত্তিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের এলাকা ও পরিধি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, বিশ্বের যেকোনো দেশে সম্প্রসারিত করতে পারবে।

১৬। কার্যালয় স্থাপন

(১) **প্রধান কার্যালয়:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধান কার্যালয় বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত থাকবে। তবে জনস্বার্থে, কার্যক্রমের সুবিধা এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন বিবেচনায় ভবিষ্যতে প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ বাংলাদেশের যেকোনো জেলায় স্থানান্তর করা যেতে পারে।

(২) **জাতীয় কার্যালয়সমূহ স্থাপন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে বাংলাদেশের যেকোনো প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

(৩) **আন্তর্জাতিক কার্যালয়সমূহ স্থাপন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে গ্লোবাল কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশ্বের যেকোনো দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

(৪) **ঠিকানা পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং প্রযোজ্য বাস্তবতার ভিত্তিতে যেকোনো সময় প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা স্থানান্তর করতে পারবে।

১৭। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের বিকল্প পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো দেশে কার্যালয় স্থাপন ব্যতিরেকেও স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস ও অন্যান্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করবে। উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন এলাকায় পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (PDC) গঠন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বের যেকোনো স্থানে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) ক্যাম্পেইন ও সচেতনতামূলক আলোচনা সভা, ২) উঠান বৈঠক ও সেমিনার, ৩) প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, ৪) তথ্যভিত্তিক সভা ও পরামর্শ প্রদান এবং ৫) রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম। উল্লিখিত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ আধুনিক প্রযুক্তি এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় পরিচালিত হবে, যাতে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা ও বাস্তবায়নের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়।

১৮। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের উপকারভোগীর ধরন

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগী হিসেবে গণ্য হবে-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, গবেষক এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

১৯। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের মেয়াদকালের বৃদ্ধি ও হ্রাস

প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায়, স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের মেয়াদকাল ২০২৩-২০৫০ নির্ধারিত করা হয়েছে। উক্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও হস্তান্তর সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের ভিত্তিতে মেয়াদকাল বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে।

২০। স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫-এর হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ এবং বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

(১) **হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ:** স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ পূর্ববর্তী স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৩-এর হালনাগাদ ও সংশোধিত সংস্করণ হিসেবে গণ্য হবে। এ নীতিমালায় আধুনিক প্রযুক্তি, জাতীয় ও বৈশ্বিক চাহিদা, এবং শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্ধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) **অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরাম- সরকার স্বীকৃত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসেবে স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫-এর আওতায় প্রণীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এই নীতিমালার রূপকল্প ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী, উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, শিক্ষকগণের জীবনমান ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, এবং প্রযুক্তি ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

পঞ্চম অধ্যায়
কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মী ব্যবস্থাপনা

২১। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবল নিয়োগ

(১) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল প্রচলিত নিয়োগনীতি, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নিয়োগ প্রদান করতে পারবে। নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রাসঙ্গিক দক্ষতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, নেতৃত্বদানের সামর্থ্য এবং দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, মেধাভিত্তিক যাচাই-বাছাই ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগে প্রতিষ্ঠান দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

(২) স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক প্রকল্প ও কর্মসূচির জন্য প্রস্তাব (Proposal) প্রস্তুত করা হবে। উক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য

পৃষ্ঠা ৫ থেকে ২০

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে এবং জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে।

২২। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদন গ্রহণ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদানের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট, জব পোর্টাল, সংবাদপত্র ও সামাজিক মাধ্যমে বা আভ্যন্তরীন নিয়মে প্রকাশ করতে পারবে। অনলাইন বা নির্ধারিত মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে এবং স্ক্রুটিনির মাধ্যমে অযোগ্য আবেদন বাতিল করতে পারবে।

২৩। কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য ও শৃঙ্খলা

(১) সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার লক্ষ্য, নীতিমালা, সুশাসন, গোপনীয়তা, নৈতিকতা ও প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের আইনসংগত নির্দেশনা মান্য করতে বাধ্য থাকবে।

(২) সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মীদেরকে দায়িত্ব পালনে নিয়মিত, সময়নিষ্ঠ, পূর্ণকালীন উপস্থিত এবং পেশাগত আচরণে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে।

(৩) কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ভাবমূর্তি, সম্পদ বা স্বার্থের ক্ষতি সাধনকারী কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং তা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে, যার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রশাসনিক দায়িত্ব, রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি ব্যবস্থাপনা

২৪। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম সমন্বিত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এর আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় কোম্পানি, এনজিও সংস্থা এবং অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ অংশগ্রহণে স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা করা হবে। এই কাঠামোর অধীনে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত থাকবে:

(১) কোম্পানি পর্যায়: ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড এবং এর অধীনস্থ বা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করবে:

(ক) প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক ব্যয়, চার্ট অব অ্যাকাউন্টস ও অন্যান্য খাতের সকল প্রকার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, রিসার্চ ও ইনোভেশন ডেভেলপমেন্ট;

(গ) স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত কার্যক্রমের রূপকল্প, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;

(ঘ) টেকসই ব্যবসায়িক মডেল ও মার্কেট লিংকেজ তৈরি ও সম্প্রসারণ;

(ঙ) কোম্পানি সংক্রান্ত সকল আইনি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা।

(২) এনজিও সংস্থা পর্যায়: ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ, সিএইচটি উইমেন ফোরাম, এবং ভবিষ্যতে সংযুক্ত সকল স্বীকৃত এনজিও সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে:

(ক) সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারী ও শিশু উন্নয়ন, মানবাধিকার সহায়তা ইত্যাদি) পরিচালনা;

(খ) কমিউনিটি মবিলাইজেশন ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন;

(গ) লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সামাজিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম আয়োজন;

(ঘ) সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঙ) প্রকল্পভিত্তিক ফিল্ড মনিটরিং, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(৩) অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অংশীদার সংস্থা পর্যায়: প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, অনুমোদিত বা সমন্বয়াধীন অংশীদার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ (যেমন: সরকার, মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইত্যাদি)

(ক) নির্ধারিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU)-এর আলোকে নিজ নিজ ভূমিকায় কাজ করবে;

(খ) যৌথ উদ্যোগে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে;

(গ) প্রকল্প বা প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট অংশে কারিগরি ও মানবসম্পদ সহায়তা প্রদান করবে;

(ঘ) বিভিন্ন স্তরের পরামর্শ ও নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অবদান রাখবে।

২৫। অধীনস্থ বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত নীতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আর্থিক সহায়তা অথবা দান, অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ প্রদান করতে পারবে।

২৬। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন কাঠামো

(১) **অর্থায়ন কাঠামো:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতা করার লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট কোম্পানি, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কমিউনিটির সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি, জনহিতৈষী ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে যেকোনো পরিমাণের অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহের পূর্ণ অধিকার রাখে। উক্ত অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহের উৎস হিসেবে রেজিস্ট্রেশন ফি, সাবস্ক্রিপশন ফি, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ এবং অন্যান্য স্বীকৃত মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উল্লেখিত অর্থায়ন প্রযোজ্য নীতিমালা, চুক্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুযায়ী বরাদ্দ ও সম্পদের সঠিক ও কার্যকর ব্যবহারের নিশ্চয়তার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। ব্যয়ের প্রতিটি ক্ষেত্র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যবস্থাপনা করা হবে। অর্থায়নের উৎসসমূহ নিম্নরূপ: ১) কমিউনিটি সদস্যের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি, ২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP), ৩) সোশ্যাল বিজনেস ও ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট, ৪) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার প্রকল্প ভিত্তিক সহায়তা, ৫) দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), ৬) বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), ৭) ঋণ (ফেরতযোগ্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ) এবং ৮) অন্যান্য বৈধ ও স্বীকৃত উৎসসমূহ।

(২) **বাস্তবায়ন কাঠামো:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সদস্যপদ, প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, বরাদ্দ ও বাজেট, এবং প্রযোজ্য নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়িত হবে। কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও ফলাফল নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়ন কাঠামোর আওতায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ, পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষজ্ঞ পরামর্শক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বাস্তবায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হবে।

২৭। প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক আয়ের উৎস ও অর্থ সংগ্রহ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের টেকসই বাস্তবায়ন এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বহুমুখী ও পরিকল্পিত আয় উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ এবং সংযুক্তি নিশ্চিত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ থেকে অর্থায়ন গ্রহণ এবং সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। প্রকল্প বা কর্মসূচিভিত্তিক প্রধান আয়ের উৎসসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **সরকারি অনুদান ও সহায়তা:** সরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বার্ষিক বা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান, কারিগরি সহায়তা, উপকরণ, মানবসম্পদ সহায়তা এবং চুক্তিভিত্তিক অর্থায়ন যা সরকার অনুমোদিত কার্যক্রমের আওতায় প্রাপ্ত হবে।

(২) **আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা:** জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ADB, JICA, DFID, GIZ, USAID, EU সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়ন।

(৩) **বাণিজ্যিক বিনিয়োগ:** প্রকল্পে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট খাতের বিনিয়োগ, পাশাপাশি Social Business বা Impact-driven financing-এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গঠন।

(৪) **সদস্য ফি:** সাধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক, আজীবন ও অন্যান্য শ্রেণির সদস্যদের এককালীন এবং নিয়মিত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি।

(৫) **কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:** অংশগ্রহণ ফি, কোর্স ফি এবং আয়োজনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহায়তা থেকে প্রাপ্ত আয়।

(৬) **স্পনসরশিপ:** বিভিন্ন কোম্পানি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার CSR কর্মসূচির আওতায় অর্থ, সামগ্রী বা কারিগরি সহায়তা গ্রহণ।

(৭) **পণ্য ও সেবা বিক্রি:** সামাজিক উদ্যোগভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য, কারিগরি সেবা, পরামর্শ, প্রকাশনা, অ্যাপ্লিকেশন, সফটওয়্যার ইত্যাদির বিপণন।

(৮) **ফান্ডরেইজিং ইভেন্ট:** চ্যারিটি প্রোগ্রাম, নিলাম, প্রদর্শনী, মেলা, কনসার্ট, ম্যারাথন বা র‍্যান্ডমাইজড ইনসেন্টিভ প্রোগ্রাম, স্ক্র্যাচকার্ড প্রোগ্রাম, কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও

পৃষ্ঠা ৬ থেকে ২০

জনসচেতনতামূলক ইভেন্ট আয়োজন।

(৯) **ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম:** দেশি-বিদেশি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (যেমন: GoFundMe, GlobalGiving, LaunchGood, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট ইত্যাদি) ব্যবহার করে অনলাইনে গণঅনুদান সংগ্রহ।

(১০) **অন্যান্য বিনিয়োগ ও আয়ের সুযোগ:** নতুন সম্ভাবনাময় সামাজিক উদ্যোগ, স্টার্টআপ, অংশীদারিত্বভিত্তিক প্রকল্প, গ্রিন এন্টারপ্রাইজ, প্রযুক্তিনির্ভর মডেল (Digital Subscription, Freemium Services)।

(১১) **ডোনেশন, উইল ও দানবাক্স:** স্বেচ্ছায় দান, দাতব্য উইল (Will) এবং নির্দিষ্ট স্থানে দানবাক্স স্থাপন ও তদারকির মাধ্যমে নগদ বা অ-নগদ সহায়তা সংগ্রহ।

(১২) **সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার Matching Fund এবং Co-financing:** যেসব সহযোগী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তাদের পক্ষ থেকে Match Fund বা যৌথ অর্থায়নের সুযোগ কাজে লাগানো হবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা, সুশাসন এবং স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপরোক্ত উৎসসমূহকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো হবে।

২৮। দান-অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার

(১) **দান ও অনুদান সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম সফল বাস্তবায়ন এবং জনকল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট কোম্পানি, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান, অনুদান বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহ করতে পারবে, যা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম এবং জনকল্যাণমুখী যেকোনো কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য যে, অনুদান বা দান হিসেবে সংগৃহীত অর্থ, সম্পদ ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা ফেরত প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(২) **বিনিয়োগ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ গ্রহণ ও বিনিয়োগ সংগ্রহ করতে পারবে, যা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে। বিনিয়োগকারীগণ নির্ধারিত শর্ত ও চুক্তির আলোকে আয় বা মুনাফার অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) **ঋণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান নিশ্চিতকরণে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের ঋণ বা সম্পদ গ্রহণ ও সংগ্রহ করতে পারবে। উক্ত ঋণ নির্ধারিত সময়সীমা, চুক্তিভিত্তিক শর্তাবলী এবং ফেরতযোগ্যতা নীতিমালার আলোকে গ্রহণযোগ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের কল্যাণে ব্যবহার যাবে।

(৪) **সোশ্যাল বিজনেস:** স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় সোশ্যাল বিজনেস পরিচালনা এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কমিউনিটির সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ দান-অনুদান, বিনিয়োগ এবং ঋণ গ্রহণ ও সংগ্রহ করার এখতিয়ার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার থাকবে।

(৫) **সোশ্যাল সার্ভিসেস:** স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় সোশ্যাল সার্ভিসেস পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কর্পোরেট কোম্পানি, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কমিউনিটির সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট থেকে যেকোনো পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ দান-অনুদান, বিনিয়োগ এবং ঋণ গ্রহণ ও সংগ্রহের এখতিয়ার প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার থাকবে।

২৯। দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমসমূহ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ উল্লিখিত যেকোনো পদ্ধতি ও মাধ্যম দ্বারা পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাধারণ ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে, ২) অনলাইন ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, ৩) ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN), ৫) রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS), ৬) ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB), ৭) বাংলা কিউআর / কিউআর পেমেন্ট (Bangla QR / QR Payment), ৮) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS:bKash, Nagad, Rocket, Upay, SureCash, TapPay, iPay ইত্যাদি), ৯) আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর (IBFT-Inter-Bank Fund Transfer), ১০) কার্ড পেমেন্ট সিস্টেম (Visa, Mastercard, Amex, UnionPay), ১১) ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে (EOPG: ShurjaPay, SSLCommerz, PortWallet, EkPay, AamarPay, ইত্যাদি), ১২) আন্তর্জাতিক ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে PayPal, Stripe, Payoneer, Skrill, 2Checkout (Verifone), Authorize.Net, Square, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay ইত্যাদি, ১৩) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACH-Bangladesh Automated Cheque Processing System), ১৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস (BEPS-Bangladesh Electronic Payment Systems) ও ১৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত দেশি ও বিদেশি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে।

৩০। কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্য ফি কাঠামো ও অর্থায়নের নির্দেশিকা

(১) **রেজিস্ট্রেশন ফি:** নতুন সদস্যরা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য একটি এককালীন অফেরতযোগ্য ফি প্রদান করবে।

(২) **সাবস্ক্রিপশন ফি:** সদস্যরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য অফেরতযোগ্য মাসিক বা বার্ষিক সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করবে।

(৩) **অন্যান্য সদস্য ফি:** বিভিন্ন কার্যক্রম বা বিশেষ সুবিধার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান ফি বা কর্মশালা বা সেমিনার ফি বা সার্টিফিকেট বা আইডি ফি প্রদান করবে (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)।

(৪) **রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি হ্রাস বা বৃদ্ধি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন অনুসারে My Welfare App, welfarebd.org এবং সংশ্লিষ্ট যেকোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্মার্ট এডুকেশন প্রোগ্রামসহ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অন্যান্য প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যেকোনো সময় রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৫) **স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি দিয়ে অংশগ্রহণ:**

প্রকল্পভিত্তিক অ্যাপ, ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সদস্যরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমে স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। যথা:

(ক) ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা:

১) সদস্যদেরকে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করতে হবে।

২) এ ফি সদস্যপদ প্রক্রিয়াকরণ ও সেবা ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) ফি ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

সংগৃহীত ফি দান-অনুদান নির্ভর প্রকল্পসমূহের প্রস্তুতি, প্রক্রিয়াকরণ ও দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও কারিগরি ব্যয় নির্বাহে ব্যবহৃত হবে।

(গ) সুবিধা গ্রহণের কাঠামো:

১) সদস্যরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত পরিষেবা বা নির্ধারিত ফ্রি সেবার বরাদ্দ অনুযায়ী ধাপে ধাপে সুবিধা গ্রহণ করবে।

পৃষ্ঠা ৭ থেকে ২০

২) সেবার ধরন ও পর্যায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নির্দেশিত নিয়ম ও শর্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(ঘ) শর্তসাপেক্ষ অংশগ্রহণ:

১) সদস্যদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ শর্তসাপেক্ষ।

২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উপর কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ, জোরপূর্বক সেবা আদায়ের চেষ্টা বা অন্যান্য দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা নীতিমালার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩১। রেজিস্ট্রেশন ফি একীভূতকরণ নির্দেশিকা (শ্রেণি পরিবর্তন):

(১) **শ্রেণি পরিবর্তনজনিত রেজিস্ট্রেশন হস্তান্তর:** যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন মেয়াদের মধ্যে শ্রেণি পরিবর্তনের কারণে পূর্বনির্ধারিত পরিষেবা গ্রহণের আওতায় না পড়ে, তবে তিনি পরবর্তী প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

(২) **ফি সমন্বয় পদ্ধতি:** এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন ফি এবং বর্তমান প্রোগ্রামের নির্ধারিত ফি পরস্পর সমন্বয় করে, শুধুমাত্র অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে প্রোগ্রাম আপডেট সম্পন্ন করা যাবে।

(৩) **প্রোগ্রাম আপডেট না করার ক্ষেত্রে করণীয়:** যদি শিক্ষার্থী প্রোগ্রাম আপডেট করতে অনিচ্ছুক হন, তবে প্রজেক্টের আর্থিক লাভ-লোকসান বিবেচনায় এককালীন একটি সম্মানী বা বোনাস সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে (যা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তসাপেক্ষ)।

(৪) **অভিভাবক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সুবিধা হস্তান্তর:** যদি রেজিস্ট্রেশন অভিভাবকের নামে হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে শ্রেণি উপযোগী যেকোনো সন্তানের জন্য রেজিস্ট্রেশন ক্যাটাগরি অনুযায়ী উক্ত পরিষেবাসমূহ গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

৩২। রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি রিফান্ড পলিসি

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রিফান্ড পলিসি প্রযোজ্য হবে:

(১) রেজিস্ট্রেশন ফি- রিফান্ড পলিসি:

(ক) সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি কোনোভাবেই ফেরতযোগ্য নয়।

(খ) এই ফি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সদস্যপদ প্রক্রিয়া সম্পাদন, প্রশাসনিক যাচাই এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনার খরচ নির্বাহে ব্যবহৃত হয়।

(গ) কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় সদস্যপদ বাতিল করলেও বা পরবর্তীতে সেবা গ্রহণ না করলেও ফি ফেরতের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) সাবস্ক্রিপশন ফি- রিফান্ড পলিসি:

(ক) নির্ধারিত মেয়াদের জন্য প্রদত্ত সাবস্ক্রিপশন ফি ফেরতযোগ্য নয়।

(খ) সদস্যগণ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই ফি পরিশোধ করে সেবা গ্রহণের অধিকার অর্জন করবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার চলমান কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

(গ) স্বেচ্ছায় সদস্যপদ পরিত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা বা নিজ সিদ্ধান্তে সেবা গ্রহণ বন্ধ করলেও সাবস্ক্রিপশন ফি ফেরত দেওয়া হবে না।

(৩) অন্যান্য শর্তাবলী:

(ক) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার বিবেচনায় বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন: প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা দ্বৈত লেনদেন) সীমিত ও যাচাইসাপেক্ষে ফেরত বিবেচনা করতে পারে।

(খ) এ ধরনের ক্ষেত্রে লিখিত আবেদন, প্রমাণাদি ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(গ) ফেরতের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে।

৩৩। সদস্যপদে অংশগ্রহণ ও অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য হলো অনগ্রসর, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া এবং সমস্যাগ্রস্ত জনগণের আর্থিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে, যার অর্থায়নের একটি মূল উৎস হবে বিভিন্ন ধরনের সদস্যপদে রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে সংগৃহীত এককালীন অফেরতযোগ্য ফি। সদস্যরা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিতভাবে নির্ধারিত শ্রেণিভুক্ত সদস্যপদে আবেদন করে নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি এককালীন পরিশোধ করবে। সদস্যপদে অংশগ্রহণ ও অফেরতযোগ্য প্রাপ্ত ফি ব্যবস্থাপনা। যথা:

(১) রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি নিম্নলিখিত খাতসমূতে ব্যয় ও বিনিয়োগ করা হবে:

(ক) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রশাসনিক পরিচালন ব্যয়;

(খ) স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যয়;

(গ) সদস্যদের জন্য নির্ধারিত সুবিধা প্রদান ও কার্যকরকরণ ব্যয়;

(ঘ) প্রযুক্তি ও তথ্য-ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা ব্যয়;

(ঙ) দেশ ও বিদেশে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ/সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়;

(চ) কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী ও অস্থায়ী বা পার্ট-টাইম জনবলের ন্যায্য ও প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা (যেমন: বেতন বা ভাতা, কমিশন, বোনাস, ইনসেনটিভ, পুরস্কার ইত্যাদি) ব্যয় এবং

(ছ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিনিয়োগ ব্যয়;

(জ) দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিনিয়োগ ব্যয়;

(ঝ) চার্ট অব অ্যাকাউন্টস অনুসারে অন্যান্য খাতসমূহে ব্যয়।

(২) রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ বা পরিশোধের মাধ্যম: প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ফি এবং সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ উল্লিখিত যেকোনো পদ্ধতি ও মাধ্যম দ্বারা পরিচালনা করতে পারবে। যথা: ১) বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাধারণ ব্যাংকিং সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে, ২) অনলাইন ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে, ৩) ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN), ৫) রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS), ৬) ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB), ৭) বাংলা কিউআর / কিউআর পেমেন্ট (Bangla QR / QR Payment), ৮) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS:bKash, Nagad, Rocket, Upay, SureCash, TapPay, iPay ইত্যাদি), ৯) আন্তঃব্যাংক অর্থ স্থানান্তর (IBFT-Inter-Bank Fund Transfer), ১০) কার্ড পেমেন্ট সিস্টেম (Visa, Mastercard, Amex, UnionPay), ১১) ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে (EOPG: ShurjaPay, SSLCommerz, PortWallet, EkPay, AamarPay, ইত্যাদি), ১২) আন্তর্জাতিক ই-কমার্স ও অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে PayPal, Stripe, Payoneer, Skrill, 2Checkout (Verifone), Authorize.Net, Square, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay ইত্যাদি, ১৩) বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACH-Bangladesh Automated Cheque Processing System), ১৪) বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস (BEPS-Bangladesh Electronic Payment Systems) ও ১৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত দেশি ও বিদেশি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি সংগ্রহ বা পরিশোধ করতে পারবে।

৩৪। বিভিন্ন প্রকার রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি গ্রহণ ব্যবস্থাপনায় হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ নিষিদ্ধ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে নির্ধারিত হার ও পদ্ধতিতে গৃহীত স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি বৈধ ও চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। একবার প্রদত্ত কোনো ফি কোনো অবস্থাতেই ফেরতযোগ্য হবে না, যদি না প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতিমালায় বিশেষভাবে ভিন্নভাবে উল্লেখ থাকে। ফি প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা গ্রাহক উক্ত নীতিমালা স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ সম্মতিতে গ্রহণ করেছেন বলে বিবেচিত হবে। এই বিষয়ে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোনো প্রকার আইনি কার্যধারা গ্রহণযোগ্য হবে না। সকল প্রকার বিরোধ কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি ও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিধি এবং প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

৩৫। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন

(১) **মুনাফার বিনিয়োগ ও বণ্টন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হবে। অবশিষ্ট মুনাফা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতি অনুযায়ী অংশীদার, সদস্য বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে ন্যায্যভাবে

পৃষ্ঠা ৮ থেকে ২০

বণ্টন করা যেতে পারে। বিনিয়োগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রযোজ্য আইন এবং বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

(২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ:

বিনিয়োগযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ হবে নিম্নরূপ-

(ক) সরকারি সঞ্চয়পত্র, বন্ড ও ট্রেজারি বিল;

(খ) ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিট ও আমানত স্কিম;

(গ) শেয়ার বাজারে অনুমোদিত শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড;

(ঘ) অবকাঠামো ও শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প;

(ঙ) সামাজিক উন্নয়ন ও প্রভাবমূলক প্রকল্প (Social Impact Projects);

(চ) বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম।

(ছ) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিনিয়োগ;

(জ) দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিনিয়োগ।

৩৬। দান-অনুদান, বিনিয়োগ ও ঋণ সংগ্রহকারীদের জন্য ফি ও কমিশন ব্যবস্থাপনা

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দান-অনুদান, বিনিয়োগ বা ঋণ সংগ্রহে সহায়তা করবে, তাদের নির্ধারিত হারে সম্মানী বা ফি বা চার্জ বা কমিশন প্রদান করা যেতে পারে। এই হার নিম্নরূপ:

(১) **দান-অনুদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** দান-অনুদান সংগ্রহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত অনুদানের সর্বোচ্চ ৩% থেকে ১০% পর্যন্ত কমিশন বা চার্জ বা ফি প্রদানযোগ্য হবে।

(২) **বিনিয়োগ সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** বিনিয়োগ সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্ত বিনিয়োগের উপর সর্বোচ্চ ৫% থেকে ৭.৫% পর্যন্ত কমিশন বা চার্জ বা ফি প্রদান করা যাবে।

(৩) **ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে:** ঋণ সংগ্রহে সহায়তাকারীদের জন্য প্রাপ্ত ঋণের সর্বোচ্চ ২.৫% থেকে ৫% পর্যন্ত কমিশন বা চার্জ বা ফি নির্ধারণযোগ্য হবে।

৩৭। ব্যাংক হিসাব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করতে পারবে। উক্ত হিসাবসমূহ কেবলমাত্র নির্ধারিত ও অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

৩৮। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত বিধান

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে এক বা একাধিক সঞ্চয়ী, চলতি, মেয়াদী, এসএনডি বা অন্যান্য প্রকারের ব্যাংক হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারবে। উক্ত হিসাবসমূহ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রযোজ্য আইন, বিধি-বিধান ও অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৩৯। আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সকল আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছ, সঠিক ও সময়মতো নথিভুক্ত করা হবে। উক্ত লেনদেনের ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

৪০। নিরীক্ষা (Audit) ও জবাবদিহিতা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা সরকারের অনুমোদিত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের ফি কাঠামো এবং প্রোডাক্ট ও পরিষেবা ব্যবস্থাপনা

৪১। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে ছাত্র-ছাত্রী অথবা অভিভাবকদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন আওতাভুক্ত ফ্রি সেবাসমূহ

(১) রেজিস্ট্রেশনকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রি সেবাসমূহ:

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায়, যেকোনো ছাত্র-ছাত্রী অথবা তাদের অভিভাবকগণ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার My Welfare App, welfarebd.org ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক Software, Website, Mobile Apps ও Modern Technology-এর মাধ্যমে অথবা নির্ধারিত যেকোনো উপায় বা পদ্ধতিতে, স্বেচ্ছায় স্বপ্রোণদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানপূর্বক নির্ধারিত সময়ের জন্য নিবন্ধিত হলে স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের মেয়াদকালের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা, বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচির প্রোডাক্ট অথবা পরিষেবা সমূহের জন্য পর্যায়ক্রমে আওতাভুক্ত হবে। যথা:

(ক) **১ম-৫ম শ্রেণি (প্রাথমিক) শিক্ষার্থীদের জন্য:** ১) বই, খাতা, ব্যাগ ও ইউনিফর্ম, ২) লাঞ্চ প্রোগ্রাম বা খাদ্য সহায়তা, ৩) চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা, ৪) শিশু মনোবিজ্ঞানভিত্তিক কাউন্সেলিং, ৫) পিতামাতার জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও ৬) বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকা কার্যক্রম।

(খ) **৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি (মাধ্যমিক) শিক্ষার্থীদের জন্য:** ১) অনলাইন ও অফলাইন টিউটরিং সাপোর্টের ব্যবস্থা, ২) ডিজিটাল কোর্স (ইংরেজি, গণিত, আইসিটি), ৩) বিজ্ঞান ল্যাব ও প্র্যাকটিক্যাল সেশনে অংশগ্রহণ, ৪) স্কুল ও কমিউনিটি লাইব্রেরি অ্যাকসেস, ৫) সৃজনশীলতা ও সহপাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, ৬) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সেশন, ৭) টিনএজ কাউন্সেলিং ও মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ও ৮) অভিভাবকদের সঙ্গে মাসিক মতবিনিময় সভা।

(গ) **১১-১২ শ্রেণি (উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষার্থীদের জন্য:** ১) ভার্চুয়াল ও সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাডমিশন কোচিংয়ের ব্যবস্থা, ২) IELTS, BCS, BJS, University entrance প্রিপারেশন কোর্সের ব্যবস্থা, ৩) ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মশালার ব্যবস্থা, ৪) মাস্টার ক্লাস (আন্তর্জাতিক বক্তা বা অ্যালামনাইদের সাথে), ৫) ফ্রি অনলাইন লাইব্রেরি ও কনটেন্ট এক্সেস, ৬) ইন্টার্নশিপ প্লেসমেন্ট সহায়তা (NGO বা Corporate) ও ৭) হেলথ কেয়ার প্যাকেজ (স্টুডেন্ট হেলথ কার্ড)।

(ঘ) **ডিগ্রী (পাস কোর্স), স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়) শিক্ষার্থীদের জন্য:** ১) উচ্চশিক্ষা ও বিদেশে পড়ার গাইডলাইন ও সাপোর্ট, ২) রিসার্চ মেথডোলজি ও পাবলিকেশন সাপোর্ট ট্রেনিং, ৩) স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ অ্যাপ্লিকেশন সহায়তা, ৪) ফ্রিল্যান্সিং, ডাটা অ্যানালাইসিস, প্রোগ্রামিং ট্রেনিং, ৫) ক্যারিয়ার গাইডেন্স, সিভি-বিল্ডিং ও জব ইন্টারভিউ প্র্যাকটিস, ৬) বিজনেস আইডিয়া ও স্টার্টআপ ইনকিউবেশন সাপোর্ট ও ৭) ওয়ার্ল্ড ক্লাস ওপেন কোর্সের এক্সেস (Coursera, edX পার্টনারশিপ)।

(ঙ) **অভিভাবকদের জন্য (সকল স্তরে):** ১) প্যারেন্ট প্রশিক্ষণ- শিশুর শিক্ষা, মনোবিকাশ, আচরণ উন্নয়ন, ২) স্কুলে অংশগ্রহণমূলক অভিভাবক সভা ও ফোরাম গঠন, ৩) সচেতনতা কর্মশালা (Child Rights, Digital Safety), ৪) পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা কাউন্সেলিং, ৫) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (যেমন: হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ), ৬) ফ্রি আইনি পরামর্শ সেবা (বাল্যবিবাহ, নির্যাতন, শিশু অধিকার ইত্যাদি) ও ৭) মা-বাবার জন্য ডিজিটাল শিক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কোর্স।

৪২। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি কাঠামো নিম্নরূপ। যথা:

(১) ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অ্যাপ বা ওয়েবসাইট রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি কাঠামো:

ক্রম	কমিউনিটি রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ক্যাটাগরি	কোড নম্বর	রেজিস্ট্রেশন ফি	সাবস্ক্রিপশন ফি			
			৫ বছর	১০ বছর	১৫ বছর	২০ বছর	২৫ বছর
(১)	Welfare Students Community	WSC	৫০০/-	১,০০০/-	১,৫০০/-	২,০০০/-	২,৫০০/-

(২) ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রজেক্ট বা প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো:

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	শিক্ষার্থী স্তর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	প্রাইমারি এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	শিশু শ্রেণি - ৫ম শ্রেণি	সর্বনিম্ন: ২,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন সার্ভিসেস	৬ষ্ঠ - ১২তম শ্রেণি	সর্বনিম্ন: ৫,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১১,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	হায়ার এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম	কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়	সর্বনিম্ন: ৭,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ১৫,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য

(৩) অভিভাবকদের প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো:

পৃষ্ঠা ৯ থেকে ২০

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	শিক্ষার্থী স্তর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	প্রাইমারি প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম	শিশু শ্রেণি - ৫ম শ্রেণি	সর্বনিম্ন: ২,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৪,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	হায়ার সেকেন্ডারি প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম	৬ষ্ঠ - ১২তম শ্রেণি	সর্বনিম্ন: ২,৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	হায়ার প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম	কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়	সর্বনিম্ন: ৩,০০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৬,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য

(৪) ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো:

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	অংশগ্রহণকারীর স্তর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ১৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ১,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ২৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ২,৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ৫০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫,০০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য

(৫) ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ফি কাঠামো:

ক্রম	প্রজেক্ট বা প্রোগ্রামের নাম	অংশগ্রহণকারীর স্তর	নির্ধারিত ফি (BDT)	ফি পরিশোধের ধরন
(১)	প্রাইমারি কুইজ সার্ভিসেস	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ২৫/- এবং সর্বোচ্চ: ১২৫/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(২)	সেকেন্ডারি কুইজ সার্ভিসেস	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ৫০/- এবং সর্বোচ্চ: ২৫০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য
(৩)	হায়ার কুইজ সার্ভিসেস	শিক্ষার্থী ও অভিভাবক	সর্বনিম্ন: ১০০/- এবং সর্বোচ্চ: ৫০০/-	এককালীন,অফেরতযোগ্য

৪৩। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ ব্যবস্থাপনা

ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ। যথা:

(১) **ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটি রেজিস্ট্রেশন:** স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায়, যেকোনো ছাত্র-ছাত্রী অথবা তাদের অভিভাবকগণ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার My Welfare App, welfarebd.org ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক Software, Website, Mobile Apps ও Modern Technology-এর মাধ্যমে অথবা নির্ধারিত যেকোনো উপায় বা পদ্ধতিতে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানপূর্বক নির্ধারিত সময়ের জন্য নিবন্ধিত হলে স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের মেয়াদকালের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), ঋণ (ফেরতযোগ্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ), দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা, বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচির প্রোডাক্ট অথবা পরিষেবা অথবা বোনাস অথবা এককালীন আর্থিক সহায়তার জন্য পর্যায়ক্রমে আওতাভুক্ত হবে।

(২) **প্রাইমারি এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম:** একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সহায়তা উদ্যোগ, যার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকগণ My Welfare App, welfarebd.org অথবা অনুমোদিত যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে উক্ত প্রোগ্রামে নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন শেষে, প্রোগ্রামের ধরন ও শর্তাবলী অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উচ্চমানের শিক্ষা উপকরণ ও সেবা পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে। প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ: ১) শিক্ষা উপকরণ (যেমন: স্কুল ইউনিফর্ম, স্কুল ব্যাগ, স্কুল জুতা, ছাতা, জ্যামিতি বক্স, খাতা, পানির বোতল, টিফিন বক্স, স্কেল, কলম, পেন্সিল), ২) শিক্ষা বৃত্তি (এককালীন), ৩) টিকা কর্মসূচি ও স্বাস্থ্যসচেতনতা, ৪) মানসিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, ৫) স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও হেলথ স্ক্রিনিং ক্যাম্প, ৬) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও হাইজিন বিষয়ক শিক্ষা ও ৭) অন্যান্য সুবিধাদি।

(৩) **হায়ার সেকেন্ডারি সার্ভিসেস প্রোগ্রাম:** একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিক্ষার্থী ও অভিভাবককেন্দ্রিক শিক্ষা সহায়তা উদ্যোগ, যার মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকগণ My Welfare App, welfarebd.org অথবা অনুমোদিত যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে উক্ত প্রোগ্রামে নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন শেষে, প্রোগ্রামের ধরন ও শর্তাবলী অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উচ্চমানের শিক্ষা উপকরণ ও সেবা পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে। প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ: ১) শিক্ষা উপকরণ (যেমন: স্কুল ইউনিফর্ম, স্কুল ব্যাগ, স্কুল জুতা, ছাতা, ক্যালকুলেটর ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ), ২) শিক্ষা বৃত্তি (এককালীন), ৩) ইংরেজি স্পোকেন ও পাবলিক স্পিকিং ওয়ার্কশপ, ৪) ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং ও গেস্ট স্পিকার সেশন, ৫) শিক্ষামূলক ট্যুর, ৬) বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ও গাইড লাইন, ৭) ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটিতে ক্যাম্পেইন করার সুযোগ, ৮) ভাষা শিক্ষার কোর্স (ইংরেজি, জার্মান, জাপানিজ ইত্যাদি) ও ৯) অন্যান্য সুবিধাদি।

(৪) **হায়ার এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম:** একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শিক্ষার্থী ও অভিভাবককেন্দ্রিক শিক্ষা সহায়তা উদ্যোগ, যার মাধ্যমে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকগণ My Welfare App, welfarebd.org অথবা অনুমোদিত যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে উক্ত প্রোগ্রামে নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন শেষে, প্রোগ্রামের ধরন ও শর্তাবলী অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উচ্চমানের শিক্ষা উপকরণ ও সেবা পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে। প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ: ১) মেধাবী শিক্ষার্থীদের ল্যাপটপ বিতরণ, ২) এককালীন শিক্ষা বৃত্তি, ৩) সিভি ও কাভার লেটার লেখার ওয়ার্কশপ, ৪) ইন্টারভিউ প্রস্তুতি ও মক ইন্টারভিউ, ৫) ইন্টার্নশিপ প্লেসমেন্ট প্রোগ্রাম, ৬) গবেষণা প্রকাশনায় সহায়তা, ৭) ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটিতে ক্যাম্পেইন করার সুযোগ ও ৮) অন্যান্য সুবিধাদি।

(৫) **প্রাইমারি প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম:** একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অভিভাবক কেন্দ্রিক শিক্ষা সহায়তা উদ্যোগ, যার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ My Welfare App, welfarebd.org বা অনুমোদিত যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে উক্ত প্রোগ্রামে নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন শেষে, প্রোগ্রামের ধরন ও শর্তাবলী অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিবন্ধিত অভিভাবকদের মধ্যে সেবাসমূহ পর্যায়ক্রমে প্রদান করা হবে। প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ: ১) শিক্ষা সহায়ক অভিভাবক প্রশিক্ষণ (যেমন: কিভাবে বাসায় পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি করবে, হোমওয়ার্ক বা অ্যাসাইনমেন্টে সহায়তা করার কৌশল ও পড়ার প্রতি আগ্রহ জাগানোর পদ্ধতি), ২) মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা সেশন (যেমন: শিশুর আবেগ, ভয়, আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করা, প্যারেন্টদের জন্য 'শুনুন ও বুঝুন' স্কিল ট্রেনিং, শিশুর আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানে পরামর্শ), ৩) ডিজিটাল নিরাপত্তা ও মিডিয়া ব্যবস্থাপনা গাইড (যেমন: শিশুর স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ কৌশল, অনলাইন শিক্ষার নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, অনলাইন গেম ও ইউটিউব থেকে সুরক্ষা) ও ৪) অন্যান্য সুবিধাদি।

(৬) **হায়ার সেকেন্ডারি প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম:** একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অভিভাবক কেন্দ্রিক শিক্ষা সহায়তা উদ্যোগ, যার মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ My Welfare App, welfarebd.org অথবা অনুমোদিত যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে উক্ত প্রোগ্রামে নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন শেষে, প্রোগ্রামের ধরন ও শর্তাবলী অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিবন্ধিত অভিভাবকদের মধ্যে সেবাসমূহ পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে। প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ: ১) কিশোর বয়সে মানসিক স্বাস্থ্য ও আচরণ বিষয়ক সেশন (যেমন: পিয়ার প্রেশার, হতাশা, আত্মবিশ্বাসহীনতা ইত্যাদি বিষয় চিহ্নিতকরণ, কিশোর-কিশোরীর আবেগ ও আচরণ বুঝে সাড়া দেয়ার কৌশল, সন্তানকে নিরাপদ, সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলার পদ্ধতি), ২) শিক্ষা ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স সাপোর্ট ফর প্যারেন্টস (যেমন: বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক কোনটি সন্তান উপযোগী?, এসএসসি বা এইচএসসি পরবর্তী উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার প্ল্যান, বিদেশে পড়াশোনা, স্কলারশিপ, টেকনিক্যাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট), ৩) ডিজিটাল নিরাপত্তা ও অনলাইন অ্যাডিকশন ম্যানেজমেন্ট (যেমন: মোবাইল বা ইন্টারনেট আসক্তি নিয়ন্ত্রণ কৌশল, অনলাইন বুলিং ও গেমিং ঝুঁকি, অ্যাপস ফিল্টারিং ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার), ৪) প্যারেন্ট-টিন কমিউনিকেশন কর্মশালা (যেমন: সন্তান 'বন্ধু' হয়ে উঠতে চাইলে কীভাবে কথা বলবেন?, অভিভাবকের 'শুনার ক্ষমতা' বাড়ানোর প্রশিক্ষণ, কনফিডেন্স তৈরিতে ভুমিকা রাখা) ও ৫) অন্যান্য সুবিধাদি।

(৭) **হায়ার প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম:** একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অভিভাবক কেন্দ্রিক শিক্ষা সহায়তা উদ্যোগ, যার মাধ্যমে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণ My Welfare App, welfarebd.org অথবা অনুমোদিত যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে উক্ত প্রোগ্রামে নিবন্ধন করতে পারবে। নিবন্ধন শেষে, প্রোগ্রামের ধরন ও শর্তাবলী অনুযায়ী বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে নিবন্ধিত অভিভাবকদের মধ্যে সেবাসমূহ পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে। প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ: ১) মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স গাইড (যেমন:বিষণ্ণতা, আত্মবিশ্বাসহীনতা, একাকিত্ব, স্ট্রেস ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ,আত্মহত্যাপ্রবণতা, সম্পর্কীয় সংকট নিয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা, অভিভাবকের মনোযোগী উপস্থিতি এবং সহানুভূতির ভূমিকা), ২) শিক্ষা ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স ফর প্যারেন্টস (যেমন: বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সাবজেক্টে পড়লে কী ক্যারিয়ার সম্ভব?, মাস্টার্সে সাবজেক্ট চেঞ্জ,

পৃষ্ঠা ১০ থেকে ২০

স্কলারশিপ, বিদেশে পড়াশোনা সংক্রান্ত পরামর্শ, অভিভাবক কিভাবে সন্তানের ক্যারিয়ার সিদ্ধান্তে সহায়ক হতে পারেন), ৩) সন্তানের স্বাধীনতা ও দায়িত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ (যেমন: সন্তানের স্বাধীনতা দেওয়ার কৌশল (Freedom with guidance), Over-controlling attitude পরিহার, কিভাবে 'বিশ্বাস ও সীমা' এর ভারসাম্য রাখা যায়), ৪) ডিজিটাল স্বাধীনতা ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ (যেমন: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোন অনলাইন ঝুঁকিতে থাকে?, Social Media monitoring করার healthy & respectful উপায় ও ৫) অন্যান্য সুবিধাদি।

(৮) **ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য মূলধন প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম ও কুইজ সার্ভিসেস এ অংশগ্রহণকারীদের জন্য নগদ অর্থ, প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ। যথা:**

(ক) **কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম:** এর আওতায় প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং বিভিন্ন প্রকার কমিউনিটি সদস্যরা যেকোনো সময় স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত বা যাচাইকরণের মাধ্যমে বিজয়ী সদস্যদের মাঝে উক্ত স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রামের শর্তাবলী অথবা ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে। যেমন: ১) সর্বোচ্চ ৬,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা অথবা ২) ১২ (বার) মাস পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন পরিশোধের সহায়তা অথবা ৩) শিক্ষা উপকরণ সহায়তা অথবা ৪) অন্যান্য সহায়তা।

(খ) **কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম:** এর আওতায় প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ডিজিটাল স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং বিভিন্ন প্রকার কমিউনিটি সদস্যরা যেকোনো সময় স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত বা যাচাইকরণের মাধ্যমে বিজয়ী সদস্যদের মাঝে উক্ত স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রামের শর্তাবলী অথবা ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে। যেমন: ১) সর্বোচ্চ ১২,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন শিক্ষা বৃত্তি সহায়তা অথবা ২) ২৪ (চব্বিশ) মাস পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন পরিশোধের সহায়তা অথবা ৩) শিক্ষা উপকরণ সহায়তা অথবা ৪) অন্যান্য সহায়তা।

(গ) **কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম:** এর আওতায় প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং বিভিন্ন প্রকার কমিউনিটি সদস্যরা যেকোনো সময় স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত বা যাচাইকরণের মাধ্যমে বিজয়ী সদস্যদের মাঝে উক্ত স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রামের শর্তাবলী অথবা ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে। যেমন: ১) সর্বোচ্চ ১৮,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন শিক্ষা বৃত্তি সহায়তা অথবা ২) ৩৬ (ছত্রিশ) মাস পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন পরিশোধের সহায়তা অথবা ৩) শিক্ষা উপকরণ সহায়তা অথবা ৪) অন্যান্য সহায়তা।

(৯) **কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা**

(ক) **প্রাইমারি কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম:** এর আওতায় প্রতিষ্ঠান প্রাইমারি কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং বিভিন্ন প্রকার কমিউনিটি সদস্যরা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। উক্ত কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রামের গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী প্রতিবার অংশগ্রহণকারী বিজয়ী সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এককালীন নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে। যেমন: ১) সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন শিক্ষা বৃত্তি সহায়তা অথবা ২) ল্যাপটপ বিতরণ অথবা ৩) শিক্ষা উপকরণ সহায়তা অথবা ৪) অন্যান্য সহায়তা।

(খ) **সেকেন্ডারি কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম:** এর আওতায় প্রতিষ্ঠান সেকেন্ডারি কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং বিভিন্ন প্রকার কমিউনিটি সদস্যরা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। উক্ত কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রামের গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী প্রতিবার অংশগ্রহণকারী বিজয়ী সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এককালীন নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে। যেমন- ১) সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন শিক্ষা বৃত্তি সহায়তা অথবা ২) ল্যাপটপ বিতরণ অথবা ৩) শিক্ষা উপকরণ সহায়তা অথবা ৪) অন্যান্য সহায়তা।

(গ) **হায়ার কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম:** এর আওতায় প্রতিষ্ঠান হায়ার কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে। উক্ত প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং বিভিন্ন প্রকার কমিউনিটি সদস্যরা স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি বা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। উক্ত কুইজ সার্ভিসেস প্রোগ্রামের গাইডলাইন অথবা শর্তাবলী বা ধরন অনুযায়ী প্রতিবার অংশগ্রহণকারী বিজয়ী সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এককালীন নগদ অর্থ অথবা প্রোডাক্ট বা পরিষেবাসমূহ বিতরণ করা হবে। যেমন: ১) সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন শিক্ষা বৃত্তি সহায়তা অথবা ২) ল্যাপটপ বিতরণ অথবা ৩) শিক্ষা উপকরণ সহায়তা অথবা ৪) অন্যান্য সহায়তা।

৪৪। দরিদ্র শিক্ষক সহায়তা তহবিল সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক যেকোনো উপায় বা পদ্ধতিতে পরিচালিত স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় দরিদ্র শিক্ষকদের My Welfare App অথবা welfarebd.org অথবা প্রাতিষ্ঠানিক অন্যান্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় স্বপ্রোণদিত হয়ে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করে রেজিস্ট্রেশন করলে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ করা হবে। যেমন:

(১) **প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক সহায়তা তহবিল:** অংশগ্রহণকারী দরিদ্র শিক্ষকদের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করে বা যাচাইকৃতদের বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে ৫,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে।

(২) **সেকেন্ডারি স্কুল শিক্ষক সহায়তা তহবিল:** অংশগ্রহণকারী দরিদ্র শিক্ষকদের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করে বা যাচাইকৃতদের বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে ১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে।

(৩) **কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সহায়তা তহবিল:** অংশগ্রহণকারী দরিদ্র শিক্ষকদের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করে বা যাচাইকৃতদের বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে ১৫,০০০ টাকা থেকে ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪৫। প্রোডাক্ট, পরিষেবা ও নগদ অর্থ বরাদ্দ বিতরণ কাঠামো

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় স্বেচ্ছায় স্বপ্রোণদিত হয়ে এককালীন, অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদানপূর্বক নির্ধারিত সময়ের জন্য নিবন্ধিত হলে সদস্যগণ বর্ণিত উৎসসমূহের সহায়তায় গৃহীত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচির আওতায় প্রোডাক্ট ও পরিষেবা গ্রহণে অগ্রাধিকার পাবেন। নিবন্ধিত সদস্যগণ প্রাপ্ত হবেন- দেশি ও বিদেশি সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, কোম্পানি ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সদস্য, নিবন্ধিত ব্যক্তি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার দান ও অনুদান (নন-রিফান্ডেবল), বিনিয়োগ (আয় বা লাভ প্রত্যাশিত), ঋণ (ফেরতযোগ্য চুক্তিভিত্তিক অর্থ), দেশি-বিদেশি সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা, বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্প, স্কিম বা কর্মসূচি এই সকল সহায়তার আওতায় প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবাসমূহের সুবিধা নিবন্ধিত সদস্যগণ গ্রহণ করতে পারবে, প্রযোজ্য নীতিমালা, চুক্তি ও শর্তসাপেক্ষে। উল্লেখ্য যে, বরাদ্দ বিতরণে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ক্রমে অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব অনুমোদিত বিতরণ কাঠামো অনুসরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রমের গাইডলাইন, শর্তাবলি ও ধরণ অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান সম্পাদিত হবে।

৪৬। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমভিত্তিক বোনাস বিতরণ পদ্ধতি

(১) **প্রচলিত বোনাস:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন গাইডলাইন অনুযায়ী, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের জন্য লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বোনাস প্রদান করা হবে। উক্ত বোনাস প্রতি ১৮ (আঠার) মাস অন্তর সর্বমোট ১০ (দশ) বার এককালীন ভিত্তিতে প্রদেয় হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। বোনাসের অর্থ ডিজিটাল ই-ভ্যালু সার্ভিসেস অথবা Welfare Rewards Program-এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হবে এবং তা প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর সর্বমোট ৩ (তিন) বার উত্তোলনের যোগ্য হবে।

(২) **বিলম্ব বোনাস:** দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি বা অন্যান্য অনিবার্য কারণে পরিষেবা বিতরণে বিলম্ব হলে, রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশনধারী সদস্য স্বেচ্ছায় আবেদন করলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিলম্ব বোনাস প্রদান করা হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। উক্ত বোনাস উত্তোলন উপধারা (৩) (ক)-এ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদিত হবে। তবে কোনো সদস্য নির্ধারিত সময়ে আবেদন করতে ব্যর্থ হলে, তিনি পরবর্তী সময়ে বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রোডাক্ট, পরিষেবা অথবা নগদ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

পৃষ্ঠা ১১ থেকে ২০

(৩) বিশেষ দিকনির্দেশনা

(ক) বোনাস সংক্রান্ত সব তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত থাকবে এবং সদস্যগণ নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টাল বা অ্যাপ ব্যবহার করে তথ্য যাচাই ও আবেদন করতে পারবে।

(খ) সদস্যদের বোনাস সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নীতিমালার আওতায় নিরীক্ষা ও তদারকির মধ্যে রাখা হবে।

(গ) বোনাস সংক্রান্ত নিয়মাবলির যেকোনো পরিবর্তন বা হালনাগাদ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

অষ্টম অধ্যায়
সদস্যপদ গ্রহণ, স্থগিতকরণ, বাতিল ও পুনঃ নবায়ন

৪৭। ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটি সদস্যপদের যোগ্যতা

(১) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও সকল নীতিমালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে, যা সংস্থার মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে নিশ্চিত করবে।

(২) দেশ বা বিদেশের যেকোনো ছাত্র-ছাত্রী তার অভিভাবকের লিখিত অনুমতি বা মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে অথবা অভিভাবক স্বেচ্ছায় প্রকল্পভিত্তিক সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

(৩) সদস্যদেরকে নির্ধারিত এককালীন অফেরতযোগ্য রেজিস্ট্রেশন ফি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি প্রদান করতে হবে।

৪৮। ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটি সদস্য নবায়ন, স্থগিতকরণ ও বাতিল

(১) সদস্যপদ নবায়ন:

(ক) নির্ধারিত মেয়াদ শেষে প্রতিটি সদস্যকে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সদস্যপদ নবায়ন করতে হবে।

(খ) নবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার অনিয়ম, জালিয়াতি, মিথ্যা বা ভুয়া তথ্য প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যপদ অবিলম্বে বাতিল হবে।

(গ) এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(২) সদস্যপদ স্থগিতকরণ:

(ক) কোনো সদস্য নীতিমালা বা আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তার সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট তদন্ত বা শুনানির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা হবে।

(খ) তদন্ত ও শুনানি শেষে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যপদ পুনরায় বহাল করা যেতে পারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অথবা স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে

(গ) এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে

(৩) সদস্যপদ বাতিল:

(ক) কোনো সদস্য মৌখিক বা লিখিতভাবে স্বেচ্ছায় সদস্যপদ বাতিল করলে, ব্যক্তিগত শুনানির পর এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা কার্যকর হবে।

(খ) কোনো সদস্যের মৃত্যু, মানসিক ভারসাম্য হারানো, অথবা আইনগত অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হওয়া বা অপরাধে অভিযুক্ত হলে সদস্যপদ বাতিল হবে।

(গ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্বার্থ ও আদর্শ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হওয়া, অথবা লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ব্যক্তিগত শুনানির পর প্রমাণিত হলে সদস্যপদ বাতিল হবে।

(ঘ) অযৌক্তিক কারণে নিষ্ক্রিয় বা অকর্মণ্য থাকলে অথবা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রিয়তা বা অপারগতা প্রকাশ করলে।

(ঙ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পক্ষ থেকে পত্রপত্রিকা, সভা-সমিতি, টক-শো, গোল টেবিল বৈঠক বা সেমিনারে বক্তব্য দেওয়ার পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ না করলে।

(চ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম বা প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ ও পরিচালনায় সংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করলে।

(ছ) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম ভিত্তিক সদস্য যদি নিবন্ধন শর্তাবলী ভঙ্গ করে।

(জ) স্থগিত বা বাতিলকৃত সদস্য যদি সন্তোষজনকভাবে জবাব প্রদান করে, তবে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যপদ পুনঃনবায়ন করা যাবে।

৪৯। মৃত সদস্যের দায় ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতি

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত কোনো কমিউনিটি সদস্য মৃত্যুবরণ করে, তবে তার মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট সেবা, দায় বা সুবিধাদি প্রাপ্তির বিষয়ে নিম্নলিখিত নীতি প্রযোজ্য হবে:

(১) **উত্তরাধিকারীর আবেদন:** মৃত সদস্যের বৈধ উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবে।

(২) **প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:** আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে: ১) মৃত সদস্যের মৃত্যুর সনদপত্র, ২) বৈধ উত্তরাধিকারীর পরিচয়পত্র ও ছবি, ৩) পারিবারিক সনদ বা উত্তরাধিকার প্রত্যয়নপত্র (যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত) এবং ৪) সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট নম্বর বা ডকুমেন্ট।

(৩) **যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্ত:** কর্তৃপক্ষ আবেদন যাচাই-বাছাই করে সেবাসমূহ হস্তান্তর, আর্থিক দায়মুক্তি বা সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমোদন বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

(৪) **সদস্যপদ হস্তান্তর:** যদি মৃত সদস্যের সদস্যপদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো বিধান প্রযোজ্য হয়, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীকে সদস্যপদ হস্তান্তরের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

(৫) **বিশেষ বিবেচনা:** জরুরি বা মানবিক Grounds-এ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে নীতিনির্ধারণী সভার অনুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৫০। আইনি ভিত্তি ও নীতিগত কাঠামো

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, চুক্তিপত্র ও অন্যান্য সমজাতীয় আইনগত দলিলের ভিত্তিতে স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রযোজ্য কোম্পানি আইন, সমাজসেবা অধিদফতর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রণীত পরিপত্র, নীতিমালা, বিধিমালা ও অন্যান্য আইনগত কাঠামো অনুসরণ করা যাবে।

নবম অধ্যায়
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, প্রশাসনিক সমন্বয় ও তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা

৫১। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পদ, দক্ষতা ও প্রযুক্তির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এই অংশীদারিত্ব উন্নয়ন কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক। এতে টেকসই ও সমন্বিত সেবা প্রদান নিশ্চিত হয়, যা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে কার্যকর। পাশাপাশি অর্থায়ন ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বাড়িয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনে।

৫২। অংশীদারিত্ব কাঠামো, সমন্বয় ও পরিচালন পদ্ধতি

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি সুসংগঠিত সমন্বয় কাঠামো অপরিহার্য। এ কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো অংশীজনদের মধ্যে দায়িত্ববণ্টন, তথ্য বিনিময়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অগ্রগতির মূল্যায়নের একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সাধারণত, অংশীজনদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি বা পরিচালনা ফোরাম গঠন করা হয়, যা উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে। যথা: ১) অংশীদারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, ২) কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণ ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, ৩) নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োগ, ৪) প্রকল্পভিত্তিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান ও ৫) পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি। এই কাঠামোর মাধ্যমে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে একীভূত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা হয় এবং সমন্বয়হীনতার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৫৩। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য, দীর্ঘমেয়াদি সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সকল মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ নিম্নরূপ:

(১) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

পৃষ্ঠা ১২ থেকে ২০

(৪) অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহের সহযোগিতায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৫) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৬) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৭) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৮) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১০) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১২) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৫) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৭) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৮) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(১৯) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২০) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২১) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২২) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৩) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৪) শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৫) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৬) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৭) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৮) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(২৯) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩০) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩১) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৩) ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৫) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৬) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৭) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৮) রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;
(৩৯) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর ও স্থানীয় অফিসসমূহ গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৪০) **প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়-সহযোগিতায় কার্যসম্পাদন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহ সারাদেশে স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং এর অধীন বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরসমূহ: ১) গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU), ২) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA), ৩) বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA), ৪) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (PPP) অফিস, ৫) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ৬) আশ্রয়ণ-২প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ৭) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA), ৮) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA), ৯) প্রধানমন্ত্রীর/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা ও দপ্তরসমূহ।

(৪১) **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধীনস্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ (Allocation of Business অনুযায়ী) স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ বাস্তবায়নে সহায়ক মন্ত্রণালয় ও সংস্থারূপে বিবেচিত হবে। এ সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন প্রকার চুক্তি সম্পাদন ও পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে। এছাড়া, এসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ, তদ্বর্তী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪২) **শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:**

(ক) **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন উল্লিখিত সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ, যথা:** ১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ৪) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ৫) শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৬) বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ৭) পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ৮) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), ৯) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), ১০) বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন (বিএনসিইউ), ১১) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ১২) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ১৩) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, ১৪) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক বা কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট, ১৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, ১৬) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা, ১৭) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর, ১৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী, ১৯) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল, ২০) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম, ২১) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট, ২২) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর, ২৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ এবং ২৪) বাংলাদেশ স্কাউটস এবং ২৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে;

(খ) **কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন উল্লিখিত সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ যথা:** ১) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ২) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ৩) বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ৪) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ৫) জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি, ৬) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ৭) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ এবং এছাড়া, এসব প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ, তদ্বর্তী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট

পৃষ্ঠা ১৩ থেকে ২০

এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৩) **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন উল্লিখিত সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও পারস্পরিক সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে, যথা: ১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো,৩) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ৪) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, ৫) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এছাড়া, এসব প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ, তদ্বর্তী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহের কর্মকর্তা,কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৪) **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ এবং দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করা হবে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। উল্লেখিত সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৫) **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:**

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ:

(ক) **স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), ২) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৩) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG), ৪) রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন), ৫) ঢাকা ওয়াসা, ৬) চট্টগ্রাম ওয়াসা, ৭) খুলনা ওয়াসা, ৮) রাজশাহী ওয়াসা, ৯) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ১০) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ১১) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ১২) খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ১৩) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, ১৪) নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, ১৫) গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ১৬) রংপুর সিটি কর্পোরেশন, ১৭) কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, ১৮) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ১৯) সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও ২০) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন;

(খ) **সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ১) সমবায় অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ৩) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা, ৪) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া, ৫) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ, ৬) বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা), ৭) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, ৮) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (SFDF), ৯) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF) ও ১০) বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন;

(গ) **সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ১) বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের পরিচালক (স্থানীয় সরকার), ২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার), ৩) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৪) পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৫) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৬) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ৭) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ উক্ত সকল প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ।

(৪৬) **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ:

(ক) **জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বা দপ্তর বা অধিদপ্তরসমূহ:** ১) বাংলাদেশ পুলিশ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৫) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৬) তদন্ত সংস্থা, আন্তঃঅপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৭) জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৮) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ৯) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১০) খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১১) রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১২) বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৩) সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৪) গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৫) রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, ১৬) বাংলাদেশ পুলিশের অন্যান্য মেট্রোপলিটন ইউনিট ও অন্যান্য ইউনিটসমূহ এবং ১৭) জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর বা অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ;

(খ) **সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা বা দপ্তর বা অধিদপ্তরসমূহ:** ১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) কারা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ ও ৪) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ। উক্ত সকল সংস্থা, দপ্তর ও অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীগণ।

(৪৭) **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন উল্লিখিত দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ: ১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ২) বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৩) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ, ৪) সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর, ৫) আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজসমূহ, ৬) ক্যাডেট কলেজসমূহ, ৭) সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, ৮) মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস, ৯) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, ১০) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর, ১১) গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর, ১২) মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স কনস্ট্যাবিউলারি, ১৩) আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ, ১৪) বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী বোর্ড, ১৫) বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ, ১৬) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ১৭) কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, ১৮) প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর, ১৯) বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো), ২০) মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST), ২১) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, ২২) সামরিক বাহিনী কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ ও ২৩) জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ। উল্লিখিত সকল দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা বা থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীগণ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৮) **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৪) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৫) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের স্থানীয় অফিসসমূহ স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

(৪৯) **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা গ্রহণ। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি, এনজিও, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করা হবে। উল্লেখিত সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ

পৃষ্ঠা ১৪ থেকে ২০

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেকোনো চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।

৫৪। মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা সম্পর্কিত বিধান

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার গৃহীত সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। এ উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এলাকার নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করবে। যথা:

(১) প্রশাসনিক বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সংশ্লিষ্ট অফিসের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(২) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যানবৃন্দ এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৩) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এরিয়া কমান্ডার (জিওসি), ব্রিগেড কমান্ডার, জোন কমান্ডার, ডেট কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৪) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এরিয়া কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, জোন কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৫) পুলিশ বিভাগের রেঞ্জ পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি), জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার, সার্কেল অফিসার, থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৬) প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এর জেলা শাখার কর্নেল জিএস, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৭) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) এর জেলা শাখার যুগ্ম পরিচালক/উপপরিচালক, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৮) দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর প্রশাসনিক বিভাগের পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(৯) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা বা স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা এসবির মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১০) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট গোয়েন্দা শাখা সংক্ষেপে ডিবির মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১১) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১২) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৩) বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব এর মহানগর/মেট্রোপলিটন/জেলা কার্যালয়ের কমান্ডিং অফিসার (সিও), ক্যাম্প কমান্ডার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৪) সমাজসেবা বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, থানা/উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার, ফিল্ড পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৫) সমবায় বিভাগের বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক, জেলা কার্যালয়ের ডিসিও, টিসিও/ইউসিও/পরিদর্শকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৬) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক, জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক, উপজেলা/থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান

পৃষ্ঠা ১৫ থেকে ২০

করবে;

(১৭) অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীন ১) বাংলাদেশ কাস্টমস, ২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (রাজস্ব নীতি বিভাগ / রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ), ৩) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ৪) ঢাকা কাস্টম হাউস, ৫) চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, ৬) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, ৭) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ৮) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম, ও ৯) কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে;

(১৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ এর অধীন ১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ২) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ৩) কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ, ৪) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ৫) এজেন্সি টু ইনোভেট (এটুআই), ও ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের অন্যান্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক আয়বর্ধক প্রকল্প, স্থায়ী ও অস্থায়ী স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৫৫। আন্তর্জাতিক আর্থিক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দেশের প্রচলিত আইন, বিধি ও নীতিমালার আওতায় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির মাধ্যমে স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈষম্য হ্রাস এবং মৌলিক অধিকার ও সেবায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। প্রকল্পসমূহ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরীক্ষাযোগ্যতা বজায় রেখে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠান যৌথ পাইলট উদ্যোগ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, ঋণ ও বিনিয়োগভিত্তিক প্রকল্প এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও, বৈশ্বিক দাতা গোষ্ঠী, ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে সমন্বিত অর্থায়ন ও কৌশলগত সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। এই উদ্যোগসমূহ বিশেষত প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী, অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো গড়ে তুলে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আইনি ও নীতিগত বাধ্যবাধকতা অনুসরণে সক্ষম থাকবে এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫৬। বৈদেশিক হাইকমিশন ও দূতাবাসসমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশি দূতাবাস, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা নিতে পারবে। এই সহযোগিতা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, নিয়মাবলী ও চুক্তি মেনে পরিচালিত হবে। দূতাবাস বা আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তা প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও আইনগত নিয়মাবলী অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যে- সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য টেকসই উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক মিশন/দূতাবাসসমূহের সহায়তা বা সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে। এ লক্ষ্যে, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন মনে করলে উল্লিখিত কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারবে। যেমন: ১) রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনার বা দূতাবাস প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করা, ২) যৌথ উদ্যোগ বা কর্মসূচি গ্রহণ, ৩) সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করা, ৪) দান-অনুদান, প্রযুক্তি সহায়তা বা বিনিয়োগ আহ্বান, ৫) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন। সহযোগিতার সম্ভাব্য অংশীদার বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ বৈদেশিক হাইকমিশন ও দূতাবাসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যথা:

(১) Australian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২) British High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩) Canadian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪) Consulate of the Republic of Singapore ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৫) Malaysian High Commission ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৬) High Commission of Brunei ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৭) High Commission for the Islamic Republic of Pakistan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৮) High Commission of India ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৯) Delegation of the European Union ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১০) High Commission for the Democratic Socialist Republic of SriLanka ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১১) High Commission of Maldives ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১২) Embassy of Algeria ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৩) Embassy of Brazil ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৪) Embassy of Japan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৫) Embassy of Sweden ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৬) Embassy of Switzerland ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৭) Embassy of The Arab Republic of Egypt ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৮) Embassy of the Federal Republic of Germany ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায়

পৃষ্ঠা ১৬ থেকে ২০

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(১৯) Embassy of the Holy See (Vatican) ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২০) Embassy of the Islamic Republic of Iran ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২১) Embassy of the Islamic State of Afghanistan ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২২) Embassy of the Kingdom of Morocco ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৩) Embassy of the People's Republic of China ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৪) Embassy of the Republic of France ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৫) Embassy of the Republic of Indonesia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৬) Embassy of the Republic of Iraq ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৭) Embassy of the Republic of Italy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৮) Embassy of the Republic of Korea ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(২৯) Embassy of the Republic of Philippines ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩০) Embassy of the Republic of Turkey ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩১) Embassy of the Russian Federation, Russia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩২) Embassy of the State of Palestine ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৩) Embassy of the State of Qatar ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৪) Embassy of the Union of Myanmar ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৫) Embassy of the United States of America ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৬) Libyan Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৭) Royal Bhutanese Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৮) Royal Embassy of Saudi Arabia ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৩৯) Embassy of Nepal ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪০) Royal Netherlands Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪১) Royal Norwegian Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪২) Royal Thai Embassy ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৩) The Democratic People's Republic of Korea ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৪) Embassy of the Republic of Kosovo ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে করতে পারবে;

(৪৫) Embassy of the Socialist Republic of Vietnam ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে;

(৪৬) Embassy of the United Arab Emirates ও এর আওতাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক অংশীদারদের সঙ্গেও সমন্বয় ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৫৭। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সহায়তায় আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৫৮। বিশেষায়িত ব্যাংক ও উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়ন অংশীদারিত্ব

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিশেষায়িত ও অ-

পৃষ্ঠা ১৭ থেকে ২০

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৫৯। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬০। বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে অংশীদার কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর অধীন বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় দেশ ও বিদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহায়তায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণ অথবা যেকোনো প্রকার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬১। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অংশীদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে দেশি এবং বিদেশি ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কার্যক্রম আরও উন্নত, কার্যকর ও টেকসই রূপ পাবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। দেশি ও বিদেশি ন্যাশনাল এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা জনগণের জীবিকা ও জীবনমানের উন্নয়নে সহায়ক হবে। এ ধরনের অংশীদারিত্ব দেশের বাণিজ্য ও শিল্প খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

৬২। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেট সেক্টরের সহায়তায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং এর সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহ স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেট সেক্টরের দান, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

৬৩। ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল ঔষধ কোম্পানির সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য দেশ ও বিদেশের ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল বাণিজ্যিক ঔষধ কোম্পানিসমূহের দান, অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৬৪। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য My Welfare App, welfarebd.org, welfarefamily.org, job.welfarefamily.org, welfare.com.bd এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক Software, Website, Mobile Apps ও Modern Technology ব্যবহার করতে পারবে।

দশম অধ্যায়
বিশেষ বিধানাবলী

৬৫। প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রচারণা, ক্যাম্পেইন ও কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের গৃহীত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের প্রচার, সম্প্রসারণ, বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রচারণা, ক্যাম্পেইন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় যথাযথ পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হবে। এই উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষ একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দপ্তর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সকল বিভাগ, ইউনিট বা উইং-এর মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করবে। প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, প্রচারপত্র, লিফলেট, ব্রোশিওর, অডিও-ভিডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ ইত্যাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন বিবেচনায়, কর্তৃপক্ষ একটি স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী কাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যা দক্ষতা উন্নয়ন, প্রচার ও কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত ভূমিকা পালন করবে।

৬৬। ক্যাম্পেইন পরিচালনা ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণের পদ্ধতি

প্রাসঙ্গিক বিধি ও নীতিমালার আলোকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ক্যাম্পেইন পরিচালনা ও প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হবে:

(১) **অস্থায়ী বা স্বেচ্ছাসেবক জনবল দ্বারা ক্যাম্পেইন পরিচালনা:** ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অস্থায়ী বা স্বেচ্ছাসেবক জনবল নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বহন করবে।

(২) **অ্যাপ বা ওয়েবসাইটভিত্তিক কমিউনিটি সেবা ও পিডিসি গঠন:** ক্যাম্পেইন চলাকালে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক ফ্রি সেবা প্রদান ও নিবন্ধিত পরিষেবার জন্য পিপলস ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (পিডিসি) গঠন করা হবে।

(৩) **সদস্য তালিকা ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ:** টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যাম্পেইনের আওতাভুক্ত সদস্যদের তালিকার ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক প্রকল্প বা কর্মসূচির প্রস্তাব প্রস্তুতপূর্বক দেশ ও বিদেশের সরকারি বা বেসরকারি দাতাগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করা হবে এবং অনুমোদন প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান থাকবে।

(৪) **অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রকল্পের জন্য জনবল নিয়োগ:** অনুমোদিত প্রকল্প বা কর্মসূচির ধরন ও মেয়াদ অনুযায়ী জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

(৫) **মেয়াদকালে সেবা বিতরণ:** প্রকল্প বা কর্মসূচির মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি সদস্যদের মাঝে নির্ধারিত ফ্রি সেবা ও নিবন্ধিত পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করা হবে।

(৬) **বিলম্ব সংক্রান্ত অবহিতকরণ:** যদি প্রোডাক্ট বা পরিষেবা বিতরণ বিলম্বিত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের যথাসময়ে অবহিত করা হবে অথবা সময় সময় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে তথ্য জানানো হবে।

৬৭। কমিউনিটি ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহের এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার প্রয়োজনে ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো দেশে কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সংস্থা কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়; অর্থাৎ, সংস্থা প্রয়োজনে সীমাহীন সংখ্যক কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন সদস্য সংগ্রহ করতে পারবে।

৬৮। কমিউনিটি ভিত্তিক স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ওয়েলফেয়ার স্টুডেন্ট কমিউনিটি সদস্যপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং উন্মুক্ত থাকবে। দেশ ও বিদেশের যেকোনো ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো কৃত্রিম বাধা বা বৈষম্যের স্থান থাকবে না। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সর্বদা নিশ্চিত করবে যে, সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। কোনরূপ কৃত্রিম সীমাবদ্ধতা (Artificial Restriction) বা বৈষম্য (Discrimination) আরোপ করা হবে না।

৬৯। রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার প্রয়োজনে ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো দেশে রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সদস্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন কোনো সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজনে সীমাহীন সংখ্যক সদস্য রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন করতে পারবে।

৭০। আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান

(১) ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড হবে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠান, যা স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের

পৃষ্ঠা ১৮ থেকে ২০

আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরামসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান এবং সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে।

(২) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহ, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাস ও হাইকমিশন, দেশি-বিদেশি ব্যাংক ও কোম্পানি, রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক সদস্যবৃন্দ, জনহিতৈষী ব্যক্তি, এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান গ্রহণ করা হবে। এই বহুপক্ষীয় অংশীদারিত্বমূলক কাঠামোর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)-এর আলোকে সমন্বিত ও কার্যকর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে।

৭১। বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সংগ্রহ এবং বিতরণে চাপ প্রয়োগ ও হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ নিষিদ্ধ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কারিগরি সীমাবদ্ধতা বা অন্যান্য অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে ওয়েলফেয়ার বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সংগ্রহ এবং বিতরণ কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী বা সেবাগ্রহীতা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি, হুমকি, অপমানজনক আচরণ বা হয়রানিমূলক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তার নিজস্ব পরিকল্পনা, সক্ষমতা ও বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বরাদ্দ ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এ বিষয়ে সদস্যদের ধৈর্য, সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, এই প্রক্রিয়া চলাকালে কোনো প্রকার চাপ, হুমকি বা অযৌক্তিক দাবি উত্থাপনকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৭২। ওয়েলফেয়ার প্রোডাক্ট ও পরিষেবার গুণগতমান সংক্রান্ত আপত্তি

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রোডাক্ট ও পরিষেবাসমূহ সাধারণত দেশি ও বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা বা ব্যক্তিগত উৎস থেকে দান, অনুদান বা সহায়তা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এ কারণে বিতরণের পর সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্ট বা পরিষেবার গুণগতমান নিয়ে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী বা সেবাগ্রহীতার পক্ষ থেকে উত্থাপিত যেকোনো আপত্তি, অভিযোগ বা দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে না।

৭৩। আইন, বিধি-বিধান ও অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন

(১) **স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, এবং কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদিত Memorandum of Association (MOA), Articles of Association (AOA) ও এনজিও সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে পারবে। প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিল প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পারবে, যা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) **নীতিমালা ও সহায়ক দলিলের আওতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন:** ওয়েলফেয়ার টেকনোলজিস সার্ভিসেস লিমিটেড, ওয়েলফেয়ার ফ্যামিলি বাংলাদেশ এবং সিএইচটি উইমেন ফোরাম, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সরকারিভাবে অনুমোদিত Memorandum of Association (MOA), Articles of Association (AOA) ও এনজিও সংস্থার গঠনতন্ত্র ব্যতীত, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিলকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহায়ক দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ওয়েলফেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫, স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ এবং ওয়েলফেয়ার প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল সার্ভিসেস ও সোশ্যাল বিজনেস এস্টাব্লিশমেন্ট নীতিমালা, ২০২৫, ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি, সমঝোতা স্মারক (MoU), নির্দেশনা অথবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিল অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে পরিচালা করা যাবে।

৭৪। বোনাস, প্রোডাক্ট ও পরিষেবা সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তি

স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বোনাস, প্রোডাক্ট বা পরিষেবা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সদস্যদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার Help and Support Team-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণের পর প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় অভিযোগকারীকে মোবাইল ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে সক্রিয় যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। যদি অভিযোগ গ্রহণের তারিখ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে কোনোভাবে যোগাযোগ স্থাপন না করা হয়, তবে অভিযোগটি আপনাতেই নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

৭৫। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) এবং সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

(১) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন এবং একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি কোম্পানি, এনজিও অথবা দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সঙ্গে দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসংগ্রহ কিংবা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) ভিত্তিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করে স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে বিনিয়োগ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(২) **বিনিয়োগের সীমা:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মোট তহবিলের সর্বোচ্চ ৭০% বিনিয়োগযোগ্য। চাহিদা ও পরিসরের ভিত্তিতে এ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো অথবা কমানো যাবে। তবে প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যেতে পারে, তবে তা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল থাকবে।

(৩) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যেকোনো সময় অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা প্রকাশ করতে পারবে অথবা আলাদা কোনো নীতিমালা প্রকাশ না করে এ প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার নির্ধারিত শর্তাবলী ও প্রযোজ্য আইন অনুসারে পরিচালনা করতে পারবে।

৭৬। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমঝোতা স্মারক (MoU) ও চুক্তি

(১) **সমঝোতা স্মারক (MoU):** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদন করতে পারবে। MoU-এর মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, দান-অনুদান, বিনিয়োগ বা সম্পদ বিনিময়ের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে সম্মতিপত্র অনুযায়ী যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

(২) **চুক্তি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রযোজ্য আইন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। এসব চুক্তির আওতায় দান-অনুদান, বিনিয়োগ, ঋণসংগ্রহ, প্রযুক্তি হস্তান্তর কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক সহযোগিতা গ্রহণ ও প্রদান করা যাবে।

৭৭। রেজিস্ট্রেশন ও ফি সংক্রান্ত দায়মুক্তি নীতি

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত যেকোনো প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের যেকোনো রেজিস্ট্রেশন ও ফি সংক্রান্ত দায়মুক্তি:

(১) কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী, প্রতিনিধি বা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম, প্রতীক, লোগো, সিলমোহর বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক পরিচিতি ব্যবহার করে মিথ্যা, ভুয়া, বিভ্রান্তিকর বা অসত্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন, দ্বৈত রেজিস্ট্রেশন অথবা প্রতারণামূলক কার্য সম্পাদিত হলে, তার পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনোভাবেই দায়ী বা জবাবদিহিতার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না।

(২) নির্ধারিত ফি ব্যতীত অতিরিক্ত ফি, চার্জ, কমিশন বা আর্থিক সুবিধা আদায়, গ্রহণ বা দাবী করা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ও অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো দায়ভার, জবাবদিহিতা বা ক্ষতিপূরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(৩) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কেবলমাত্র বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি, নিজস্ব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রেজিস্ট্রেশন ও সাবস্ক্রিপশন ফি-কে বৈধ ও প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে। উক্ত মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, নির্দেশনা বা দাবীর প্রতি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো ধরনের দায়-দায়িত্ব বহন করবে না।

(৪) রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়ায় জড়িত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইনবিরুদ্ধ, প্রতারণামূলক, জালিয়াতিপূর্ণ বা নীতিমালা পরিপন্থী কার্যক্রমে লিপ্ত হলে, সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী দায়ী থাকবে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, সেবা স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ বা অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(৫) প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, গেজেট বা সমজাতীয় আনুষ্ঠানিক দলিলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে, সে ধরনের তথ্য ব্যবহারপূর্বক সম্পাদিত যে কোনো রেজিস্ট্রেশন বা সাবস্ক্রিপশনের দায়ভার একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোনো অবস্থায় দায়ভার, জবাবদিহিতা বা ক্ষতিপূরণের জন্য

পৃষ্ঠা ১৯ থেকে ২০

দায়ী থাকবে না।

(৬) উল্লিখিত উপ-ধারাসমূহ সর্বাবস্থায় বলবৎ থাকবে এবং এ সংক্রান্ত কোনো দাবি, আপত্তি বা বিরোধ উত্থাপিত হলে স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ ও ওয়েলফেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী নিষ্পত্তি হবে।

৭৮। স্মার্ট এডুকেশন সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ও আওতাভুক্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা কমিটি

(১) **জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি বা অন্যান্য বিশেষ ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা যাবে। কর্তৃপক্ষ বা অনুমোদিত প্রতিনিধি এই পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে, যাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পায়।

(২) **স্থাপনা কমিটি:** জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি বিশেষায়িত কমিটি Emergency Management Committee গঠন করা হবে। এ কমিটি প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা করে দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবে। কমিটির কাঠামো, সদস্যদের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি নীতিমালার মাধ্যমে নির্ধারিত থাকবে।

একাদশ অধ্যায়
নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রক্রিয়া

৭৯। নীতিমালার মেয়াদকাল হ্রাস বা বৃদ্ধি

স্মার্ট এডুকেশন নীতিমালা, ২০২৫ প্রণয়নের তারিখ হতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে, উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে নীতিমালার মেয়াদকাল হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাবে।

৮০। নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদকরণ

(১) **নীতিমালা সংশোধন:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রকাশিত এ নীতিমালার যেকোনো ধারা, উপধারা বা শিরোনাম প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। সংশোধন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

(২) **নীতিমালা হালনাগাদকরণ:** এ নীতিমালায় প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন সংযোজন, বিয়োজন বা একীভূত করাও সম্ভব। হালনাগাদ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে, যাতে নীতিমালা সর্বদা প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর থাকে।

৮১। অস্পষ্টতা নিরসন ও অপ্রাসঙ্গিকতা পরিহার

(১) **অস্পষ্টতা নিরসন:** এ নীতিমালার কোনো বিধান, উপবিধান বা ব্যাখ্যায় অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, নির্দেশনা বা পরিপত্রের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নিরসন করবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ নীতিমালার ব্যাখ্যামূলক নোট বা নির্দেশনাও জারি করতে পারবে।

(২) **অপ্রাসঙ্গিকতা পরিহার:** কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী, কর্মী, কমিউনিটি সদস্য বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর বা ভুয়া তথ্য প্রদান করে, তাহলে তার জন্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দায়ী থাকবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮২। নীতিমালা পর্যালোচনা ও আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি

(১) **পর্যালোচনা কমিটি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এ নীতিমালার ধারা, উপধারা বা অ-উপধারার কার্যকারিতা, বাস্তব প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন পর্যালোচনার জন্য একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি নির্ধারিত সময় পর পর নীতিমালার প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সংশোধনী সুপারিশ করবে।

(২) **আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এ নীতিমালার কোনো ধারা, উপধারা, অ-উপধারার বা কার্যপ্রক্রিয়া বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপত্তি উত্থাপন করে, তা নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বতন্ত্র আপত্তি নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হবে। সকল শুনানি ও পর্যালোচনার পর এই কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও অবিচল হিসেবে গণ্য হবে।

৮৩। বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও ইংরেজি অনুবাদ

(১) **বাংলাদেশ গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ:** প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রয়োজন ও বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ নীতিমালার যেকোনো ধারা, উপধারা বা অ-উপধারার বিষয়ে বাংলাদেশ গেজেটে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবে।

(২) **ইংরেজি অনুবাদ:** এ নীতিমালার প্রচার, প্রয়োগ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনে এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা যেতে পারে। তবে বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যের মধ্যে কোনো ধরনের বিরোধ দেখা দিলে, বাংলা পাঠকেই চূড়ান্ত ও প্রাধান্যযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে।